

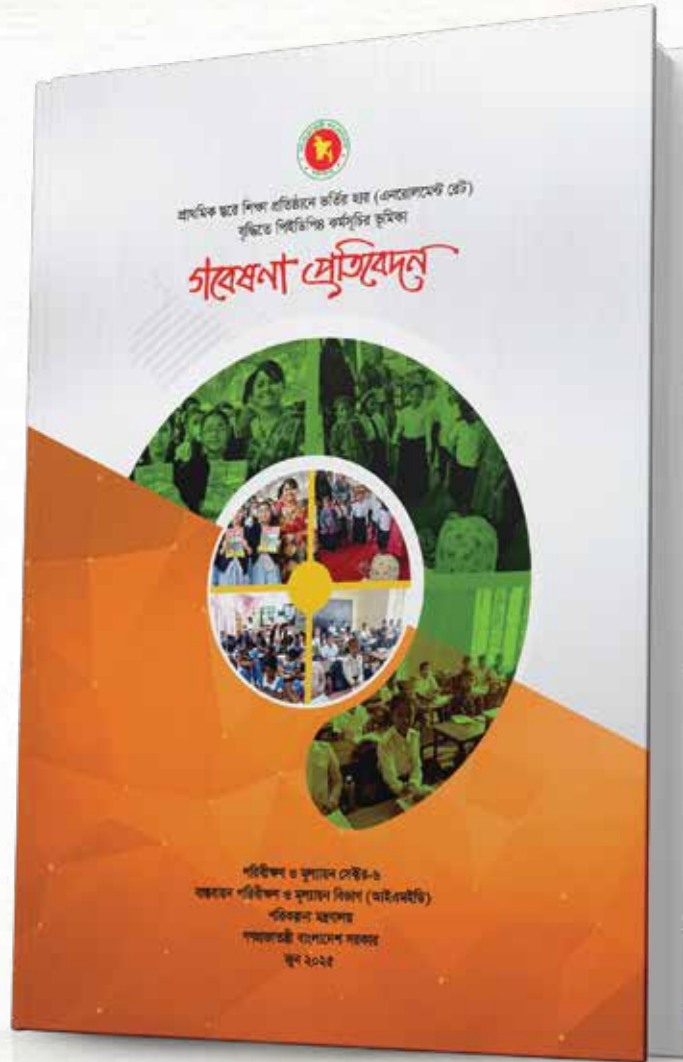


প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার (এনরোলমেন্ট রেট)
বৃদ্ধিতে পিইডিপি৪ কর্মসূচির ভূমিকা

গবেষণা প্রতিবেদন



পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০২৫





প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার (এনরোলমেন্ট রেট)
বৃদ্ধিতে পিইডিপি৪ কর্মসূচির ভূমিকা

গবেষণা প্রতিবেদন

গবেষণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা :

মোঃ কামাল উদ্দিন
সচিব, আইএমইডি

প্রধান উপদেষ্টা

মোঃ মাহবুবুর রহমান
মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৬, আইএমইডি

উপদেষ্টা

মোহাম্মদ সাইফুর রহমান
পরিচালক (যুগ্মসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৬, আইএমইডি

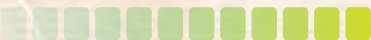
গবেষক

ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান
উপপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০৬, আইএমইডি

গবেষক

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০২৫





মুচিদগ

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

v

শব্দকোষ (Glossary)

vii

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

ix

প্রথম অধ্যায়: গবেষণার পটভূমি

১

১.১ ভূমিকা (Introduction)

১

১.২ সমস্যার বিবৃতি (Statement of the Problem)

২

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Research)

২

১.৪ গবেষণার প্রশ্ন (Research Questions)

২

১.৫ মূল ধারণা ও কার্যকর সংজ্ঞা (Key Concepts and Operational Definitions)

৩

১.৬ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

৪

১.৭ ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framework)

৫

১.৮ গবেষণার যৌক্তিকতা/প্রয়োজনীয়তা (Justification of the Research)

৫

১.৯ গবেষণার ক্ষেত্র/পরিধি (Scope of the Research)

৬

১.১০ গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations of the Research)

৬

১.১১ ডিপিপি অনুযায়ী কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৬

১.১২ কর্মসূচি অনুমোদন/সংশোধন/মোদন বৃদ্ধি

৭

১.১৩ কর্মসূচির অর্থায়ন

৭

১.১৪ কর্মসূচির অঙ্গসমূহ

৮

১.১৫ কর্মসূচির আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

৯

১.১৬ কর্মসূচির টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল টেকসইকরণ

৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

১০

২.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

১০

২.২ গবেষণা এলাকা নির্বাচন

১০

২.৩ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

১১

২.৪ নির্দেশক/সূচকসমূহ

১২

২.৫ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

১২

২.৬ সেকেভারি তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

১২

২.৭ তথ্য সম্পাদনা, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

১৩

২.৮ প্রতিবেদন প্রণয়ন

১৩

তৃতীয় অধ্যায় : ফলাফল পর্যালোচনা

১৪

৩.১ চলমান বিনিয়োগ কর্মসূচির অগ্রগতি

১৪

৩.১.১ কর্মসূচির অর্থবছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

১৫

৩.১.২ কম্পোনেন্ট-১ (কোয়ালিটি) অগ্রগতি পর্যালোচনা

১৫



৩.১.৩	কম্পোনেন্ট-২ (অ্যাক্সেস অ্যান্ড পার্টিসিপেশন) অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৭
৩.১.৪	কম্পোনেন্ট-৩ (ম্যানেজমেন্ট, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স) অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৮
৩.২	সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণ	১৮
৩.২.১	পরিদর্শনের স্থিরচিত্র ও বর্ণনা	১৯
৩.২.২	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এনরোলমেন্ট হারের পরিবর্তনের কারণসমূহ	২১
৩.২.৩	সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ	২২
৩.৩	বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান	২৩
৩.৩.১	নমুনা এলাকার এনরোলমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা	২৪
৩.৩.২	বছরভিত্তিক গ্রস ইনটেক রেট (GIR) ও নেট ইনটেক রেট (NIR)	২৫
৩.৪	APSC-২০২৩ অনুযায়ী প্রধান সূচকসমূহ	২৬
৩.৪.১	APSC-এ অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২৬
৩.৪.২	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা	২৬
৩.৪.৩	শ্রেণি ১-৫ এ মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	২৭
৩.৪.৪	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তি সংখ্যা	২৭
৩.৪.৫	সকল শ্রেণিতে মোট ভর্তি সংখ্যা (প্রাক-প্রাথমিকসহ)	২৮
৩.৪.৬	গ্রস এনরোলমেন্ট রেট (GER) (%)	২৮
৩.৪.৭	বছরভিত্তিক নেট এনরোলমেন্ট হার	২৯
৩.৪.৮	ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের এনরোলমেন্ট হার (৮টি বিভাগের ১৬টি জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ভিত্তিতে)	২৯
৩.৪.৯	অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী স্থানান্তরের হার	৩০
৩.৪.১০	বিভাগভিত্তিক ২০২৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	৩০
৩.৪.১১	বিভাগভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (STR)	৩০
৩.৪.১২	ছাত্র-ছাত্রীদের ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের গড় অনুপস্থিতি (Absenteeism)	৩১
৩.৪.১৩	লিঙ্গভিত্তিক Survival Rate	৩১
৩.৪.১৪	শ্রেণি অনুযায়ী সাইকেল ড্রপআউট রেট (Cycle Dropout Rate)	৩২
৩.৫	কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যাদি/মতামত বিশ্লেষণ (কেআইআই)	৩২
৩.৫.১	শিক্ষা প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা	৩২
৩.৫.২	বিদ্যালয় প্রধানদের অভিজ্ঞতা ও মতামত	৩৩
৩.৫.৩	বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধিদের মতামত	৩৩
৩.৫.৪	অভিভাবক প্রতিনিধিদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া	৩৩
৩.৬	কেস স্টাডি পর্যালোচনা	৩৪

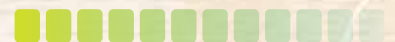
চতুর্থ অধ্যায়: সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৩৬

পঞ্চম অধ্যায়: সুপারিশমালা ও উপসংহার ৩৮

৫.১	সুপারিশমালা	৩৮
৫.২	উপসংহার	৩৮

গ্রন্থপুঞ্জি (Bibliography) ৪০

	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP4) সংক্রান্ত মূল দলিল ও সরকারি নথিপত্র	৪০
	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিবেদন	৪০
	তথ্য ও পরিসংখ্যানভিত্তিক প্রতিবেদন	৪০
	গবেষণা ও বিশ্লেষণভিত্তিক প্রতিবেদন	৪০



শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	:	Asian Development Bank
ADP	:	Annual Development Programme
AOP	:	Annual Operational Plan
APSC	:	Annual Primary School Census
APSS	:	Annual Primary School Statistic
ASD	:	Autistic Spectrum Disorder
ASPR	:	Annual Sector Performance Report
ATEO	:	Assistant Thana Education Officer
AUEO	:	Assistant Upazila Education Officer
BNFE	:	Bureau of Non-Formal Education
BOQ	:	Bill of Quantity
CPTU	:	Central Procurement Technical Unit
CPD	:	Continuous Professional Development
DEO	:	District Education Office
DLI	:	Disbursement Linked Indicator
DPA	:	Direct Project Aid
DPC	:	Development Partners Consortium
DPE	:	Directorate of Primary Education
DPED	:	Diploma in Primary Education
DPEO	:	District Primary Education Officer
DPHE	:	Department of Public Health Engineering
DPs	:	Development Partners
DPP	:	Development Project Proposal
ECNEC	:	Executive Committee of the National Economic Council
e-GP	:	Electronic Government Procurement
EiE	:	Education in Emergencies
EU	:	European Union
FGD	:	Focus Group Discussion
FIRR	:	Financial Internal Rate of Return
GoB	:	Government of Bangladesh
GPS	:	Government Primary School
ICT	:	Information and Communication Technology
ISP	:	Institutional Strengthening Program
iBAS++	:	Integrated Budget and Accounting System++
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division



IPEMIS	:	Integrated Primary Education Management Information System
JICA	:	Japan International Cooperation Agency
KII	:	Key Informant Interview
KPI	:	Key Performance Indicator
LGED	:	Local Government Engineering Department
M&E	:	Monitoring and Evaluation
MoE	:	Ministry of Education
MoF	:	Ministry of Finance
MoPME	:	Ministry of Primary and Mass Education
NAPE	:	National Academy of Primary Education
NCTB	:	National Curriculum and Textbook Board
NDD	:	Neurodevelopmental Disorder
NGPS	:	Non-Governmental Primary School
NSA	:	National Student Assessment
PEC	:	Program Evaluation Committee
PECE	:	Primary Education Completion Examination
PIC	:	Program Implementation Committee
PEDP4	:	Fourth Primary Education Development Program
PTI	:	Primary Training Institute
RADP	:	Revised Annual Development Program
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
RPA	:	Reimbursable Project Aid
STR	:	Student-Teacher Ratios
SWOT	:	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TEDP	:	Teacher Education Development Plan
TLMs	:	Teacher Learning Materials
ToR	:	Terms of Reference
UEO	:	Upazila Education Officer
UNICEF	:	United Nations Children's Fund
UPEP	:	Upazila Primary Education Plan
URC	:	Upazila Resource Centre
WASH	:	Water and Sanitary Hygiene
WB	:	World Bank



শব্দকোষ (Glossary)

উন্নয়ন সহযোগী :

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নত দেশগুলির বাইরের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন, দাতা দেশ ও এনজিওগুলো স্থানীয় সরকারগুলির সাথে যৌথভাবে কাজ করে। তারা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত সাহায্য ও দক্ষ কারিগরি সেবা সরবরাহ করে থাকে।

ডিএলআই:

ডিএলআই হলো ‘ডিসবার্সমেন্ট লিংকড ইন্ডিকেটর’ এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যা কিছু ইন্ডিকেটরস এর সমষ্টি যেগুলোর অর্জন বাংলাদেশ সরকারের নিকট উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক তহবিল সরবরাহকে ত্বরান্বিত করে।

ডিপিএড (মৌলিক) প্রশিক্ষণ :

স্বাধীনতার আগে থেকেই দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য এক বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) চালু ছিল। ২০১০ সালের শিক্ষানীতি অনুযায়ী সিইনএডকে আরও যুগোপযোগী করে ১৮ মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সের প্রবর্তন করা হয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১০ মাস যা ডিপিএড (মৌলিক) প্রশিক্ষণ নামে পরিচিত।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা :

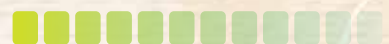
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা হল প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভের আগে ছয় বছরের কম বয়সের শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা। ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী তাদের যত্নে বেড়ে ওঠা এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে।

APSC :

বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (এপিএসসি) বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রতি বছর সম্পন্ন হওয়া একটি সমগ্র তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি বা Annual Primary School Census এ বিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্য দিতে হয়। তথ্যগুলোর মধ্যে হলো- বিদ্যালয়ের মৌলিক তথ্য, বিদ্যালয়ে উপকরণ ও সরঞ্জামাদি, বিদ্যালয়ে পাঠদানকৃত শ্রেণির তথ্য ইত্যাদি।

জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন :

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন (এনএসএ) হল একটি স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্টিং প্রোগ্রাম, যা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শেখার অর্জন ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত ফলাফল মূল্যায়নের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে। এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দ্বারা পরিচালিত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা মূল্যায়ন, উন্নতির প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র সনাক্ত করা এবং শিক্ষাগত নীতি ও প্রয়োগের উপর তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।



প্রথম অধ্যায়: গবেষণার পটভূমি

১.১ ভূমিকা (Introduction)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ‘প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম’ এর আওতায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক কর্মসূচিটি নির্বাচন করা হয়েছে। টিচিং-লার্নিং-এর গুণগতমান উন্নয়ন, শিক্ষাকেন্দ্রিক সুশাসন, টেকসই অবকাঠামো ও শিক্ষা উপকরণগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষার সার্বিক মান বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান পিইডিপি৪ শীর্ষক কর্মসূচিটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে।

মূল ডিপিপি ৩৮৩৯৭১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২/০৫/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এতে অর্থায়নের পরিমান জিওবি ৬৬.৬৫% ও উন্নয়ন সহযোগীর ৩৩.৩৫%। চলমান বিনিয়োগ কর্মসূচির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানোর গুণগতমানের উন্নয়ন সাধন, সার্বজনীনভাবে বিস্তৃত একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সুশাসন ব্যবস্থা ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে তিনটি (০৩) কম্পোনেন্ট ও মোট ২১টি সাব-কম্পোনেন্ট-এ ভাগ করা হয়েছে। প্রথম কম্পোনেন্ট কোয়ালিটি যার মোট আটটি (০৮) সাব-কম্পোনেন্ট রয়েছে। এগুলো হল কারিকুলাম উন্নয়ন, টেক্সটবুক এবং টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল সরবরাহ, শিক্ষক নিয়োগ ও পদায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, আইসিটি এডুকেশন, অ্যাসেসমেন্ট ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। সাব-কম্পোনেন্ট-গুলোর প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে -প্রাইমারি এবং ১ম হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমান পাঠ্যসূচির সংশোধন এবং সকল বিদ্যালয়ে যোগ্যতাভিত্তিক টিচিং-লার্নিং উপকরণ প্রদান ও নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং সম্পূরক পঠন সামগ্রী বিতরণ; প্রাক-প্রাথমিকসহ প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন (৩৩টি পাঠ্যপুস্তক); মোট ৬০,৭১৬ জন শিক্ষক নিয়োগ; ১,৩৯,১৭৪ জন শিক্ষকের ডিপ-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান; ৬৫,০০০ শিক্ষকের লিডারশিপ প্রশিক্ষণ; ৭১,৮০৫ প্যাকেজ কম্পিউটার যন্ত্রপাতি (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্পিকার) ক্রয়; ২৬,০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট হচ্ছে ইকুইটিবল অ্যাক্সেস অ্যান্ড পার্টিসিপেশন যার মোট আটটি (০৮) সাব-কম্পোনেন্ট রয়েছে। এগুলো হল নিড-বেইজড ইনফ্রাস্ট্রাকচার, নিড-বেইজড ফার্নিচার, মেইনটেন্যান্স, চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশন নিডস, স্যানিটেশন, আউট-অব-স্কুল-চিলড্রেন এডুকেশন, এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি ও কমিউনিকেশন। সাব-কম্পোনেন্ট-গুলোর প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে--৪০,০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১০,৫০০টি প্রধান শিক্ষকের কক্ষ নির্মাণ; সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দপ্তরসমূহের জন্য চাহিদাভিত্তিক মেরামত; ৫৮,০০০ ওয়াশরুম নির্মাণ ও প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বহির্ভূত ৮-১৪ বছর বয়সী দশ লক্ষ শিশুর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি।

তৃতীয় কম্পোনেন্ট হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স যার মোট পাঁচটি (০৫) সাব-কম্পোনেন্ট রয়েছে। এগুলো হল ডেটা সিস্টেম ফর ডিসিশন মেকিং, ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্গেনিং, স্ট্রেন্গেনড ইউপেপ অ্যান্ড প্লিপ, স্ট্রেন্গেনড বাজেট



২. কর্মসূচিগুলো কতটা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে?

কর্মসূচির বাস্তবায়ন দক্ষতা, সময়ানুবর্তিতা, সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং মাঠপর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করা।

৩. প্রকল্পের কারণে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার কতটা বেড়েছে?

পিইডিপি৪ বাস্তবায়নের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের পরিসংখ্যান তুলনা করে কর্মসূচির সরাসরি প্রভাব নির্ণয় করা হয়েছে।

৪. ভর্তির হারে বৃদ্ধি পেতে এখনও কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে?

সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা হবে, যা এখনও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তিতে বাধা সৃষ্টি করছে।

১.৫ মূল ধারণা ও কার্যকর সংজ্ঞা (Key Concepts and Operational Definitions)

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ধারণার কার্যকর সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো, যা গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে:

প্রবেশাধিকার (Access):

শিক্ষায় প্রবেশাধিকার বলতে এমন একটি পরিবেশ বা পরিস্থিতি বুঝায়, যেখানে প্রতিটি শিশুর অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা ভৌগোলিক কোনো বাধা ছাড়াই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার এবং সেখানে অবিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করার সমান সুযোগ থাকে। এ প্রবেশাধিকার কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে নাম লেখানো নয়, বরং বিদ্যালয়ের পরিবেশ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক এবং শিক্ষা উপকরণের প্রাপ্যতাও এর অন্তর্ভুক্ত। পিইডিপি৪ এর কার্যক্রমগুলো এ প্রবেশাধিকার বিস্তারে সরাসরি ভূমিকা রাখছে।

ভর্তির হার (Enrollment Rate):

ভর্তির হার হচ্ছে এমন একটি পরিমাপক সূচক, যা নির্দিষ্ট বয়সসীমার শিশুদের মধ্যে কতজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, তার শতকরা অনুপাত নির্দেশ করে। এটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুরা কতটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এ হার বৃদ্ধির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং প্রকল্পসমূহ কতটা কার্যকরভাবে শিশুদের বিদ্যালয়ে আনতে পারছে।

PEDP4: Fourth Primary Education Development Program:

পিইডিপি৪ হলো বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে বাস্তবায়নাধীন একটি বিস্তৃত ও ফলাফলভিত্তিক (Results-based) প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির ৪র্থ পর্যায়, যা জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৬ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন, প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, এবং ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করা। পিইডিপি৪ কর্মসূচিটি জাতীয় শিক্ষা নীতিমালা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG-4) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে।

GIR (Gross Intake Ratio):

GIR নির্দেশ করে, একটি নির্দিষ্ট বছরেই প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা (বয়সসীমা নির্বিশেষে) নির্ধারিত বয়সসীমার (সাধারণত ৬ বছর) শিশুর মোট সংখ্যা কত শতাংশ। এটি মূলত শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রবেশাধিকারকে নির্দেশ করে, তবে এতে অতিরিক্ত বয়সে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। পিইডিপি৪ এর প্রভাবে GIR বৃদ্ধি পাওয়াটা প্রাথমিক স্তরে সকল শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার ইঙ্গিত দেয়।



NIR (Net Intake Ratio):

NIR হচ্ছে নির্ধারিত বয়স (সাধারণত ৬ বছর) অনুযায়ী যারা প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে, তাদের শতকরা হার। এটি শিক্ষা ব্যবস্থায় বয়স অনুযায়ী যথাসময়ে ভর্তি হওয়ার প্রবণতাকে নির্দেশ করে। NIR এর উচ্চ হার বোঝায় যে অধিকাংশ শিশু সময়মতো বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে, যা শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

GER (Gross Enrollment Ratio):

GER একটি শ্রেণিতে মোট ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা (বয়স যাই হোক না কেন) নির্ধারিত বয়সসীমার শিশুর মোট জনসংখ্যার শতকরা অনুপাতে প্রকাশ করে। GER এর মান ১০০% এর বেশি হতে পারে, কারণ এতে সময়ের চেয়ে আগে বা পরে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি ব্যাপকভিত্তিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের একটি চিত্র প্রদান করে।

TR (Transition Rate):

TR বা ট্রানজিশন রেট হলো একটি শ্রেণি থেকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদের শতকরা হার। এটি শিক্ষার ধারাবাহিকতা, শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে টিকে থাকা এবং শিক্ষার মানের একটি সূচক। পিইডিপিএ এর মতো কর্মসূচিসমূহ এ রেট বৃদ্ধি করতে কাজ করে থাকে, যেমন শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়ন বা পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়ন।

Literacy Rate (সাক্ষরতার হার):

সাক্ষরতার হার হলো নির্দিষ্ট বয়সসীমার জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৌলিক পাঠ ও লেখার দক্ষতা অর্জনকারীর শতকরা হার। এ সূচক একটি দেশের সামগ্রিক শিক্ষার অবস্থা নির্দেশ করে। প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি সরাসরি সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

১.৬ সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review)

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকার এবং ভর্তির হার বৃদ্ধি বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে বেশ কিছু গবেষণা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এসব গবেষণায় শিক্ষা খাতে সরকারি উদ্যোগ, বিশেষ করে পিইডিপিএ কর্মসূচিসমূহের প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। নিচে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক গবেষণার সারাংশ তুলে ধরা হলো:

i. UNESCO (2015), *Education for All Global Monitoring Report*

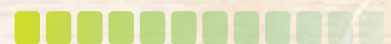
UNESCO-এর এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে পিইডিপি এর মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ এবং মেয়েদের জন্য প্রগোদনামূলক কর্মসূচি ভর্তির হার বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। তবে দুর্গম এলাকা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার এখনও চ্যালেঞ্জ সাপেক্ষ।

ii. BANBEIS (2020), *Bangladesh Education Statistics 2019*

BANBEIS-এর এ রিপোর্টে দেখা যায়, পিইডিপি বাস্তবায়নের পরবর্তী সময়ে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৭.৬% এ উন্নীত হয়, যা আগের বছরের তুলনায় ১.৪% বেশি। এছাড়া, বিদ্যালয় ত্যাগকারীর হার হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যালয় অবকাঠামো, টয়লেট, পানির ব্যবস্থা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ এ অগ্রগতির পিছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।

iii. Ahmed, M., Nath, S.R., & Hossain, A. (2017), *Education Watch Report: Quality with Equity*

এ গবেষণায় বলা হয়েছে যে, পিইডিপি কর্মসূচিসমূহ শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও এখনও মানসম্মত শিক্ষা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রবেশাধিকারে ঘাটতি রয়ে গেছে। বিশেষ করে দরিদ্র ও উপজাতীয় এলাকার শিশুদের ক্ষেত্রে ভর্তির হার বাড়লেও টিকে থাকার হার কম। অর্থাৎ, শুধুমাত্র ভর্তির সংখ্যা নয়, মানসম্পন্ন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার দিকেও মনোযোগ দেওয়া জরুরি।



iv. World Bank (2018), Implementation Completion and Results Report on PEDP-3

এ রিপোর্টে পিইডিপি-৩ এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনার মাধ্যমে দেখা যায়, কর্মসূচির ফলে বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নত হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও ভর্তি হারে উন্নতি হয়েছে। তবে মেয়েদের উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি হলেও ছেলেদের উপস্থিতি এবং বিদ্যালয়ে নিয়মিত অংশগ্রহণে কিছু ঘাটতি দেখা গেছে। প্রতিবেদনে পিইডিপি৪-এর জন্য ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনার (Results-based Management) সুপারিশ করা হয়।

১.৭ ধারণাগত কাঠামো (Conceptual Framework)

গবেষণায় ব্যবহৃত ধারণাগত কাঠামো অনুযায়ী পিইডিপি৪ কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ এবং শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি/হাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করছে। নিম্নের প্রবাহচিত্রে পিইডিপি৪ কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হারের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি উপস্থাপিত হলো:



প্রবাহচিত্র-১: ধারণাগত কাঠামো পিইডিপি৪ কর্মসূচির মাধ্যমে ভর্তির হার বৃদ্ধি/হাস

১.৮ গবেষণার যৌক্তিকতা/প্রয়োজনীয়তা (Justification of the Research)

প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার লক্ষ্যে বিগত কয়েক দশক ধরে সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিইডিপি৪ কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, মানোন্নয়ন এবং প্রবেশাধিকারের সম্প্রসারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে বিপুল অর্থ, জনবল ও সময় বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের ভর্তি হারে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে, তার একটি তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ এখনও পর্যাাপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

এ গবেষণার মাধ্যমে পিইডিপি৪ কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত কার্যক্রম যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, সচেতনতামূলক সভা, হোম ডিজিট, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ভর্তির হারে কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তা নিরূপণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গবেষণার ফলাফল নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। এ গবেষণার মাধ্যমে পিইডিপি৪ কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যে সকল সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জ বা দুর্বলতা বিদ্যমান রয়েছে তা চিহ্নিত করার ফলে ভবিষ্যতে এ জাতীয় কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সুশাসন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান রাখা ও উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করে একটি কার্যকর, একীভূত ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

১.১২ কর্মসূচি অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন পিইডিপি৪ কর্মসূচির ডিপিপি জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে সর্বমোট ৩৮৩৯৭১৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৫৯১৫৭.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ১২৮০৫৫৯.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২২/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রাক্কলিত ব্যয় ০.২৮ শতাংশ বা ১০৫৬৬.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৫ মেয়াদে সর্বমোট ৩৮২৯১৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৫৬১৩২.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ১২৭৩০১৮.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২০/০৬/২০২২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ ১৪.৩৩ শতাংশ বা ৫৪৮৮০২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাস করে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৫ মেয়াদে সর্বমোট ৩২৮০৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৮৮২৫৫০.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ১৩৯৭৭৯৮.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২০/০৬/২০২২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২য় সংশোধিত কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। অতঃপর ২৫ মে, ২০২৫ তারিখে কর্মসূচিটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। করোনা মহামারি, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নে জটিলতা ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করায় সামগ্রিকভাবে কর্মসূচির ব্যয় সর্বমোট ৫৫৯৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা (১৪.৫৭%) হ্রাস এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ সর্বমোট ৩ (তিন) বছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি: ১.১ কর্মসূচির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি								(লক্ষ টাকা)		
ধরণ	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			ব্যয় হ্রাস			পার্থক্য= (সংশোধিত-মূল)	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদন-কারী সংস্থা
(১)	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
মূল	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	-	-	-		জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	২২/০৫/২০১৮	একনেক
১ম সংশোধিত	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	১০৫৬৬.০০	১০৫৬৬.০০	১০৫৬৬.০০	১০৫৬৬.০০ (০.২৮%)	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫	২০/০৬/২০২২	মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
২য় সংশোধিত	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	৫৪৮৮০২.০০	৫৪৮৮০২.০০	৫৪৮৮০২.০০	৫৪৮৮০২.০ (১৪.৩৩%)	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬	০৪/১১/২০২৪	মাননীয় উপদেষ্টা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি (২০১৮), আরডিপিপি (১ম) (২০২২), আরডিপিপি (২য়) (২০২৪)

১.১৩ কর্মসূচির অর্থায়ন

কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নের পরিমাণ সর্বোচ্চ যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৭%। অবশিষ্ট ৪৩ শতাংশ ৪টি উন্নয়ন সহযোগীর অনুদান ও ২টি উন্নয়ন সহযোগীর (এডিবি'র আংশিক অনুদান) ঋণ-এর অর্থায়ন হতে পাওয়া যাবে (বিস্তারিত সারণি- ১.২)।

- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সুশাসন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থান রাখা ও উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার প্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করে একটি কার্যকর, একীভূত ও সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

১.১২ কর্মসূচি অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন পিইডিপি৪ কর্মসূচির ডিপিপি জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩ মেয়াদে সর্বমোট ৩৮৩৯৭১৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৫৯১৫৭.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ১২৮০৫৫৯.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২২/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রাক্কলিত ব্যয় ০.২৮ শতাংশ বা ১০৫৬৬.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৫ মেয়াদে সর্বমোট ৩৮২৯১৫০.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৫৫৬১৩২.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ১২৭৩০১৮.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২০/০৬/২০২২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ ১৪.৩৩ শতাংশ বা ৫৪৮৮০২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হ্রাস করে জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৫ মেয়াদে সর্বমোট ৩২৮০৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১৮৮২৫৫০.০০ লক্ষ টাকা ও পিএ ১৩৯৭৭৯৮.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২০/০৬/২০২২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২য় সংশোধিত কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। অতঃপর ২৫ মে, ২০২৫ তারিখে কর্মসূচিটির বাস্তবায়ন মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। করোনা মহামারি, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নে জটিলতা ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করায় সামগ্রিকভাবে কর্মসূচির ব্যয় সর্বমোট ৫৫৯৩৬৮.০০ লক্ষ টাকা (১৪.৫৭%) হ্রাস এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ সর্বমোট ৩ (তিন) বছর বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি: ১.১ কর্মসূচির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি								(লক্ষ টাকা)		
ধরণ	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			ব্যয় হ্রাস			পার্থক্য= (সংশোধিত-মূল)	বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	অনুমোদন-কারী সংস্থা
(১)	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
মূল	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	-	-	-		জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩	২২/০৫/২০১৮	একনেক
১ম সংশোধিত	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	১০৫৬৬.০০	১০৫৬৬.০০	১০৫৬৬.০০	১০৫৬৬.০০ (০.২৮%)	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৫	২০/০৬/২০২২	মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
২য় সংশোধিত	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	৩৮৩৯৭১৬.০০	৫৪৮৮০২.০০	৫৪৮৮০২.০০	৫৪৮৮০২.০০	৫৪৮৮০২.০ (১৪.৩৩%)	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬	০৪/১১/২০২৪	মাননীয় উপদেষ্টা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

তথ্যসূত্রঃ ডিপিপি (২০১৮), আরডিপিপি (১ম) (২০২২), আরডিপিপি (২য়) (২০২৪)

১.১৩ কর্মসূচির অর্থায়ন

কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নের পরিমাণ সর্বোচ্চ যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫৭%। অবশিষ্ট ৪৩ শতাংশ ৪টি উন্নয়ন সহযোগীর অনুদান ও ২টি উন্নয়ন সহযোগীর (এডিবি'র আংশিক অনুদান) ঋণ-এর অর্থায়ন হতে পাওয়া যাবে (বিস্তারিত সারণি- ১.২)।

সারণি: ১.২ কর্মসূচির অর্থায়ন

দাতা/জিওবি	ধরন	মিলিয়ন ডলার	লক্ষ টাকা	শতাংশ
জিওবি	--	--	১৮৮২৫৫০.০০	৫৭%
বিশ্ব ব্যাংক	ঋণ	৬৫০.০০	৬২৯২৯৮.৩০	১৯%
এডিবি	ঋণ	৫০০.০০	৫০৩২৯৭.২০	১৫%
এডিবি (অতিরিক্ত অনুদান)	অনুদান	১২.৪০	১৪০৫৩.৪০	০.৪২%
ইইউ	অনুদান	১৭৭.৮৭	১৮৩৬০৮.৯০	৬%
জাইকা	অনুদান	২২.৭১	১৯৫৩৭.৬০	০.৫৯%
জিপিই	অনুদান	৫৩.৯০	৬১০২৬.৯০	২%
ইউনিসেফ	অনুদান	০.৫০	৪৩৯.০০	০.০১%
মোট		১৪১৭.৩৮	৩২৯৩৮১১.৩০	১০০%

তথ্যসূত্র: ডিপিপি (২০১৮), আরডিপিপি (১ম) (২০২২), আরডিপিপি (২য়) (২০২৪)

১.১৪ কর্মসূচির অঙ্গসমূহ

পিইডিপি৪ এর ৩টি মূল কম্পোনেন্ট ও ২১টি সাব-কম্পোনেন্ট রয়েছে।

সারণি: ১.৩ কর্মসূচির অঙ্গসমূহ

কম্পোনেন্ট	সাব-কম্পোনেন্ট
ক) কোয়ালিটি	১) কারিকুলাম ২) টেক্সটবুক এবং টিচিং ম্যাটেরিয়ালস ৩) শিক্ষক নিয়োগ ও পদায়ন ৪) শিক্ষক প্রশিক্ষণ (ডিপিএড) ৫) কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) ৬) আইসিটি এডুকেশন ৭) অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড এক্সামিনেশন (৫ম শ্রেণি) ৮) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
খ) অ্যাক্সেস অ্যান্ড পার্টিসিপেশন	১) নিড-বেইজড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ২) নিড-বেইজড ফার্নিচার ৩) মেইনটেন্যান্স ৪) ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন ৫) আউট-অব-স্কুল এডুকেশন ৬) চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশন নিডস অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি (SEND) ৭) এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি ৮) কমিউনিকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল মবিলাইজেশন
গ) ম্যানেজমেন্ট, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স	১) ডেটা সিস্টেম ফর ডিসিশন মেকিং ২) ইনসিটিটিউশনাল স্ট্রেন্থেনিং ৩) স্ট্রেন্থেনড ইউপেপ অ্যান্ড প্লান ৪) স্ট্রেন্থেনড বাজেট ৫) প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট

তথ্যসূত্র: আরডিপিপি (২০২৪)

১.১৫ কর্মসূচির আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

সর্বশেষ অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২,৮০,৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা এবং মে ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি যথাক্রমে ২৬,৪৪,২৪৫.৮৬ লক্ষ টাকা বা ৮০.৬০ শতাংশ।

১.১৬ কর্মসূচির টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল টেকসইকরণ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল এবং কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে শ্রেণিকক্ষের নির্মাণ এবং স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদানের ব্যবস্থা করা, মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্লক নির্মাণের ব্যবস্থা করা ও শিক্ষার পরিবেশ আধুনিকীকরণসহ ছাত্রদের পাঠ গ্রহণের উপর আত্মস্থ সৃষ্টি করা এবং যুগোপযোগী শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সম্পদের সুষম ব্যবহারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীর টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং জীব আচরণ, মানবাধিকার, লৈঙ্গিক সমতা, শান্তি ও অহিংস সংস্কৃতি, আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন নিশ্চিত করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। একইভাবে আরডিপিপি-তে কর্মসূচির আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার উল্লেখ রয়েছে।



দ্বিতীয় অধ্যায় : গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিইডিপি৪ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার (এনরোলমেন্ট রেট) নিরূপনের লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (IMED) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর ০৬-এর কর্তৃক গবেষণা পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণার জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি-উভয় উৎস থেকে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাইমারি উৎস হিসেবে দেশের সকল বিভাগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। অপরদিকে, সেকেন্ডারি উৎস হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের বিভিন্ন প্রতিবেদন, প্রকাশনা ও দাপ্তরিক তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাকর্মের মাধ্যমে পিইডিপি৪ কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের এনরোলমেন্ট বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রেখেছে তার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

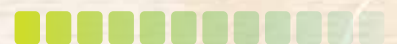
১. পিইডিপি৪ কর্মসূচি বাস্তবায়নের আগে এবং পরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হারের প্রবণতা বিশ্লেষণ করা;
২. পিইডিপি৪ কর্মসূচির প্রধান উপাদানসমূহ-যেমন স্কুলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ এবং আর্থিক সহায়তা-কীভাবে ভর্তির হারকে প্রভাবিত করেছে তা পরীক্ষা করা; এবং
৩. পিইডিপি৪ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা, যা ভর্তির হার বৃদ্ধিতে এর কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে।

২.২ গবেষণা এলাকা নির্বাচন

গবেষণার জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উৎস থেকে সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পিইডিপি৪ (২০১৮-২০২৩) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত একটি বৃহৎ কর্মসূচি, যার মূল লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, সমতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বজনীন ভর্তির হার বৃদ্ধি। কর্মসূচির আওতায় ৩টি মূল ও ২১টি সাব-কম্পোনেন্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল। গবেষণার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ভৌগোলিক ও প্রশাসনিক বৈচিত্র্য বিবেচনায় ১৬টি জেলা নির্বাচিত হয়।

২.২.১ নমুনা বিভাজন

গবেষণায় দেশের ৮টি বিভাগের ২টি করে মোট ১৬টি জেলা (বিস্তারিত সারণি ২.২) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত ১৬টি জেলার Annual Primary School Census (APSC) ২০১৮ থেকে ২০২৩ এর তথ্য সেকেন্ডারি তথ্য হিসেবে এ গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি জেলার শিক্ষা কার্যক্রম বিশ্লেষণে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচিত করে মোট ১৬ জন কর্মকর্তার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।



সারণি: ২.১ গবেষণা কার্যক্রমের উত্তরদাতা নির্বাচন

নমুনায়ন এলাকা/উত্তরদাতা	মোট
বিভাগ	৮
জেলা	১৬
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	১৬

সারণি : ২.২ নির্বাচিত নমুনা জেলা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও অবস্থানের তথ্য

ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য
১	ঢাকা	গাজীপুর	শহরতলী, সদর নিকটবর্তী
২		শরীয়তপুর	নদীবেষ্টিত, দূরবর্তী
৩	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	উপকূলীয়, দূরবর্তী
৪		চট্টগ্রাম	মহানগর, সদর
৫	রাজশাহী	রাজশাহী	সদর
৬		নওগাঁ	কৃষিপ্রধান, দূরবর্তী
৭	খুলনা	খুলনা	মহানগর, সদর
৮		সাতক্ষীরা	উপকূলীয়, দূরবর্তী
৯	বরিশাল	বরিশাল	সদর
১০		পটুয়াখালী	নদীবেষ্টিত, দূরবর্তী
১১	রংপুর	রংপুর	সদর
১২		লালমনিরহাট	সীমান্তবর্তী, দূরবর্তী
১৩	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	সদর
১৪		নেত্রকোনা	পাহাড়ি-প্রবণ, দূরবর্তী
১৫	সিলেট	সিলেট	সদর
১৬		সুনামগঞ্জ	হাওর এলাকা, দূরবর্তী
সর্বমোট	৮	১৬	১৬

২.২.২ গুণগত তথ্য সংগ্রহ

গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তরদাতাদের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (DPEO) ও সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ADPEO), প্রধান/সিনিয়র শিক্ষক, স্কুল ব্যবস্থাপনা/এডহক কমিটির সদস্য ও অভিভাবকগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

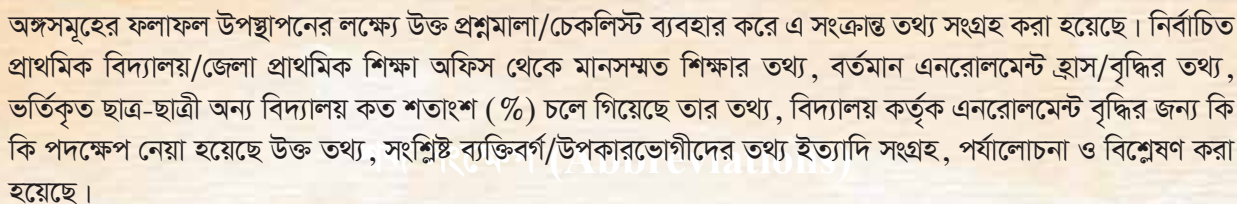
২.২.৩ কেস স্টাডি

গবেষণায় নির্দিষ্ট কিছু উপজেলা ও বিদ্যালয়কে কেস স্টাডি হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। কেস স্টাডি হিসেবে পিইডিপি৪ এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রভাব সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এ কেস স্টাডিগুলোর মাধ্যমে কর্মসূচির প্রভাব, চ্যালেঞ্জ, উত্তম চর্চাসমূহ ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে গুণগত তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

২.৩ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

সেকেন্ডারি তথ্য পর্যালোচনা : গবেষণা কার্যক্রমের জন্য কর্মসূচি সম্পর্কিত ডকুমেন্টসমূহ বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রাইমারি তথ্য সংগ্রহ : গবেষণা কার্যক্রমের জন্য গ্রুপভিত্তিক আলাদা প্রশ্নমালা/চেকলিস্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মসূচির



২.৪ নির্দেশক/সূচকসমূহ

সারণি: ২.৪ প্রকল্পের নির্দেশক/সূচক

২.৫ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

কাঠামোগত জরিপের মাধ্যমে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ উপাত্তের প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রস্তুত ও মার্ঠপর্যায়ে যাচাই করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমে নিম্নের উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতিগুলো অনসরণ করা হয়েছে-

১. সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ;
২. কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;
৩. কেআইআই'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ;
৪. সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;

২.৬ সেকেন্ডারি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

-  সেকেন্ডারি ডকুমেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষকগণ বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে যেমন জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক, সিনিয়র শিক্ষক, স্কুল এডহক কমিটি সদস্য, অভিভাবক এবং বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন।
-  কর্মসূচির বাস্তব এবং আর্থিক অর্জনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনাকালে নিম্নবর্ণিত বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে:
- বছরভিত্তিক কর্মসূচির বিভিন্ন অঙ্গের মূল ও প্রকৃত খরচের তুলনা
 - অঙ্গ অনযায়ী বাস্তবায়িত ব্যয়



-

২.৬.২ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII) : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাগণের কর্মসূচির বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

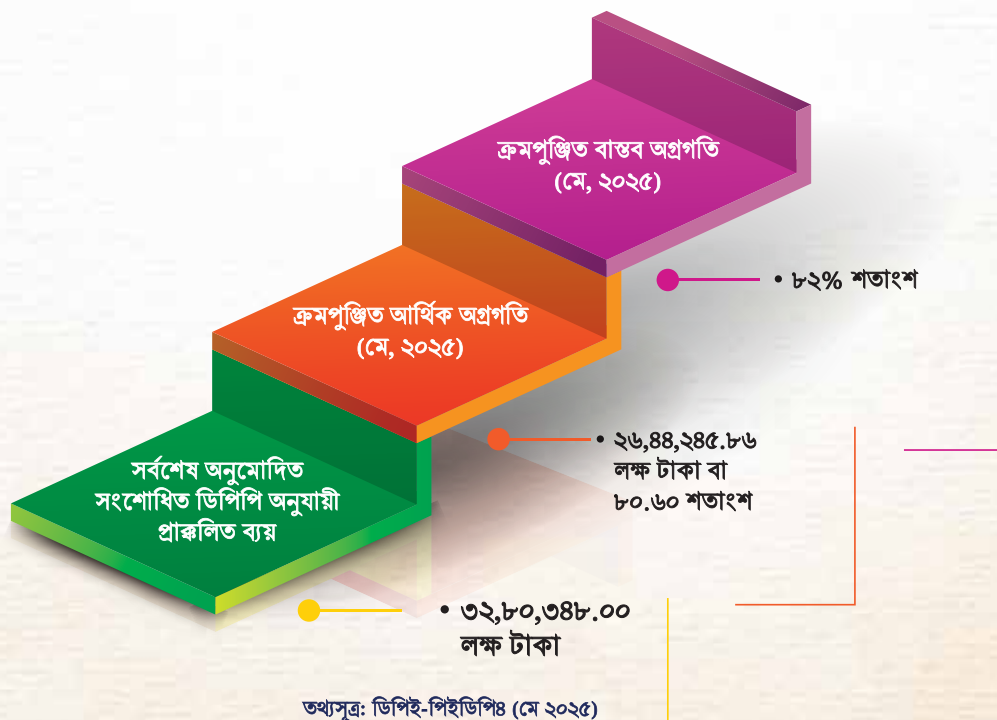
২.৬.৪ তথ্য বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন : পরিসংখ্যান এবং বিশ্লেষণাত্মক কৌশল ব্যবহার করে সংগৃহীত ডেটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিমাণগত বিশ্লেষণের (Quantitative Analysis) মধ্যে প্রবণতা (Trends), পারস্পরিক সম্পর্ক (Correlation) এবং পূর্বাভাসের (Forecasting) পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের গুণগত বিশ্লেষণ (Qualitative Analysis) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ শেষে ডেটা সম্পাদনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যারে তথ্য এন্ট্রি ও বিশ্লেষণ করা হয়।

গবেষক দল একক ও সমন্বিতভাবে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে একটি বর্ণনামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছেন। কর্মসূচির কার্যক্রম প্রাথমিক শিক্ষায় সকল শিশুর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কিভাবে সম্পূর্ণ তা নির্ণয় ও এর ফলাফল বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য ও মতামতের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবেদন তৈরিতে মান সম্পন্ন ফরম্যাট (বিন্যাস) ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে গবেষণার ফলাফল সহজেই সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য পাঠযোগ্য হয়। প্রতিবেদন প্রণয়নকালে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীজনের মতামত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.১ চলমান বিনিয়োগ কর্মসূচির অগ্রগতি

চিত্রপট-২: পিইডিপি৪ কর্মসূচির আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (মে ২০২৫ পর্যন্ত)



৩.১.১ কর্মসূচির অর্থবছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

পিইডিপি৪ কর্মসূচির ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত বছরভিত্তিক আরডিপিপি-তে অর্থের সংস্থান, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় এবং ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় সক্ষমতার অভাবে কর্মসূচি ও এডিপি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হয়নি। এটি পরোক্ষভাবে প্রকল্পের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা ও বিভিন্ন ঈশিত ফলাফল অর্জন বাধাগ্রস্ত করেছে (বিস্তারিত সারণি ৩.২)।

সারণি: ৩.২ অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

লক্ষ টাকায়

বছর	আরডিপিপি সংস্থান (২য় সংশোধনী)	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড়	ব্যয় (iBAS++ অনুযায়ী)
১	২	৩	৪	৫	৬
২০১৮-১৯	১২৫১০৬	২৩০০০০	১৩৯১১১	১২৭৬০৬	১২৫১০৬
২০১৯-২০	১৬৮৪০৭	৫৭৩২৪১	৪১৩৪৩২	১৮৭০০০	১৬৮৪০৭
২০২০-২১	২৬৩৪০৪	৫০৪০০০	৩৩৯৬০০	২৬৭৪০৪	২৬৩৪০৪
২০২১-২২	৪৪৩৪০৪	৫০৫৩৯৮	৬১৩৮০৩	৪৭৯৮৭৭	৪৪৩৫৪৬
২০২২-২৩	৫৩১৫০৫	৮৭৫৮৫৭	৬৩৬৫৪৫	৫৮৮৯৮৯	৫২৪৯১৬
২০২৩-২৪	৬০৮৩৫১	৮৫৮০৭২	৬৮৪০৬৮	৫১৯১৫৫	৬০৭৩২৭
২০২৪-২৫	১১৪০১৭১	১১০৫৫৯৮	১০৮৭৬৪৬	৮৯৩২৬৬	৫০৪০৬৯
মোট:	৩২৮০৩৪৮	৪৬৫২১৬৬	৩৯১৪২০৫	৩০৬৩২৯৭	২৬৩৬৭৭৫

তথ্যসূত্র: ডিপিই-পিইডিপি৪ (মে, ২০২৫)

৩.১.২ কম্পোনেন্ট-১ (কোয়ালিটি) অগ্রগতি পর্যালোচনা

পিইডিপি৪ কর্মসূচিটির কম্পোনেন্ট-১ (কোয়ালিটি) এর অন্তর্ভুক্ত ০৮টি সাব-কম্পোনেন্ট-এর আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে কারিকুলাম উন্নয়ন (৯৮%), টেক্সটবুক ও টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল (৬২.০০%), শিক্ষক নিয়োগ (৭৬%), শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৯৩%), সিপিডি (৮৮%), আইসিটি (৮৭%), অ্যাসেসমেন্ট (৯৪.০০%) ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৭৮%)।

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ: প্রসঙ্গত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে বছরের শুরুতেই চার রঙে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সকল শ্রেণিতে শতভাগ নতুন বই বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ হতে প্রাক প্রাথমিক স্তরে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পাঁচটি ভাষায় (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি) পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে; যা ২০২০ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রায় ৯.৫৯ লক্ষ কপি পাঠ্যপুস্তক, ৮.৬৯৫ লক্ষ কপি শিক্ষক সহায়িকা এবং ৩.৬৬ লক্ষ পঠন-পাঠন সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং বারে পড়ার হার হ্রাসকরণে বর্ণিত কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সারণি: ৩.৩ ২০১৮-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	শ্রেণি	শিক্ষাবর্ষ					
		২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
১	প্রাক-প্রাথমিক	৬৯০৫৫৫৮	৬৭৮২৮৮৫	৬৬৭৫২৭৬	৬৬৭৯২২২	৬৫১০৩৪১	৬৪৬১৮৫৫
২	প্রথম	১২৯০৮৪১০	১২৩৮১৬২০	১৩৫৪৩৭৪৩	১৩২২২৯৫৩	১২০০৬১০৬	১২৩৯১০০৭
৩	দ্বিতীয়	১২৯৩৬৪৬৫	১২৪৬৩০৬৭	১৩০৭৭৮১৪	১২৭৬৪৩৪২	১১৯০৯১৩৪	১২১৪৬১৬২
৪	তৃতীয়	২৬৫১৫৩১৪	২৫৫৪৮৬৯৫	২৫২৯৪০৪৩	২৪৬৮৮৬৬ ৮	২৪৩৪৬৩৪৯	২২৪১৭৩৬০
৫	চতুর্থ	২৬৬৩২৮১১	২৫৩৭০৯১৯	২৪৫১১৯৯২	২৩৮০২২৮৯	২৩৫৩৯২১৮	২১৯২৬৯১২
৬	পঞ্চম	২৪৫১৫৫০২	২৩৩০১৯৬৩	২২০৬৮৫৮০	২১১৫৮১৩৯	২১৩৩৪৪৩৮	২০৩২৪০৬৬
৭	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	১৮৩৭৬২	১৮৩৭৬৩	২৩০১০৩	২১৩২৮৮	২১৩২৮৮	২১২১৭৭
	সর্বমোট=	১১০৫৯৭৮২২	১০৬০৩২৯১২	১০৫৪০১৫৫১	১০২৫২৮৯০১	৯৯৮৫৮৭৪	৮৫৮৭৯৮৩৯

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩



প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা : APSC ২০২০ ও ২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৩,৮৩,৭২৬ জন। এর মধ্যে মেয়ে শিশু ৫০.৭৩%। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সী) এর শিশুভর্তি ৩২১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫+ বয়সী শিশুদেরকে ভর্তি করা হয়ে থাকে এবং প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য কারিকুলাম প্রণীত হয়েছে। মার্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সুপারভিশন ও মনিটরিং বিষয়ে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

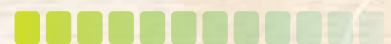
শিক্ষক নিয়োগ : কর্মসূচির আওতায় মে ২০২৪ পর্যন্ত (সারণি ৩.৪) অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি শূন্য। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে অগ্রগতি ৩৫ শতাংশ ও আর্থিক ব্যয় ৯১৪.৮৭ কোটি টাকা। তবে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষক নিয়োগে অগ্রগতি শূন্য শতাংশ। কোভিড-১৯ জনিত কারণে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। সফটওয়্যারের মাধ্যমে সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি নিমিত্ত সমন্বিত গ্রেডেশন তালিকায় ৯৮.৬% অর্থাৎ ৩৪৭৮৮২ জন শিক্ষকের ডেটা এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৯৫৫ টি প্রধান শিক্ষক-এর শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনে চাহিদা প্রেরণ করা হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সিইনএড) কোর্স জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর পরামর্শ অনুযায়ী পরিমার্জন করে ২০১১ সাল হতে পর্যায়ক্রমে ৬৭টি প্রাইমারি টিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) এ ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন (ডিপিএড) শিক্ষাক্রম হিসেবে প্রবর্তন করা হয় এবং কোর্সের মেয়াদ এক বছর থেকে বৃদ্ধি করে দেড় বছর করা হয়। কোর্সের লক্ষ্যে হল শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন এবং পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগ্যতার বিকাশ সাধন করা। ডিপিএড কোর্স সফলভাবে সমাপ্তির পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সনদ প্রদান করা হয়। ২০১২ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সফল প্রশিক্ষণার্থীদের আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সনদ প্রদান করে। পরবর্তীতে ২০১৯ সাল থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের ডিপিএড বোর্ড, নেপ, ময়মনসিংহ থেকে সনদ প্রদান করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন উদ্যোগী সংস্থা/এজেন্সি কর্তৃক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন, ডিপিএড প্রশিক্ষণ, বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক গণিত প্রশিক্ষণ, ট্রেনিং অফ মাস্টার ট্রেইনার ইন ইংলিশ, প্রধান শিক্ষকগণের লিডারশিপ প্রশিক্ষণের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ, আইসিটি ইন এডুকেশন, এবং নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমের চিত্র সারণি ৩.৪-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি: ৩.৪-এ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সীর নাম	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
১	সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন	১২ মাস	--	-	২২২ জন
২	ডিপিএড প্রশিক্ষণ	১৮ মাস	পিইডিপি৪	-	১১২০০ জন
৩	বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ বাংলা	০৬ দিন	পিইডিপি৪	১৩২৮ ব্যাচ	৩৯৮৪০ জন
৪	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইংরেজি	০৬ দিন	পিইডিপি৪	১১৯৫ ব্যাচ	৩৫৮৫০ জন
৫	গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষকগণের বিষয়ভিত্তিক গণিত প্রশিক্ষণ	০৬ দিন	পিইডিপি৪	১১৯৫ ব্যাচ	৬০,০০০ জন
৬	ট্রেনিং অফ মাস্টার ট্রেইনার ইন ইংলিশ (টিএমটিই)	০৩ মাস	পিইডিপি৪	৪২ ব্যাচ	৯৮৩ জন
৭	প্রধান শিক্ষকগণের লিডারশিপ প্রশিক্ষণের মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ	১৪ দিন	পিইডিপি৪	০৬ ব্যাচ	১৫০ জন



ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সীর নাম	ব্যাচ সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী সংখ্যা
৮	আইসিটি ইন এডুকেশন	১৪ দিন	পিইডিপি৪	৩২১ ব্যাচ	৮০২৫ জন
৯	নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের ইনডাকশন প্রশিক্ষণ	১০ দিন	পিইডিপি৪	৪৩৪ ব্যাচ	১০৫১৪ জন

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC, ২০২৩, পৃষ্ঠা ii)

সারণি ৩.৪-এর তথ্য অনুযায়ী Effectiveness Analysis of Existing Pre-primary & Primary Curriculum এর আর্থিক অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি কারিকুলাম এর প্রিন্টিং, কারিকুলাম ডিসেমিনেশন ট্রেনিং ম্যাটেরিয়ালস-এর আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। কোভিড-১৯ জনিত কারণে ঈঙ্গিত অগ্রগতি না হওয়ায় ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

৩.১.৩ কম্পোনেন্ট-২ (অ্যাক্সেস অ্যান্ড পার্টিসিপেশন) অগ্রগতি পর্যালোচনা

পিইডিপি৪ কর্মসূচির কম্পোনেন্ট-২ (অ্যাক্সেস অ্যান্ড পার্টিসিপেশন) এর অন্তর্ভুক্ত ০৮টি সাব-কম্পোনেন্ট-এর আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে (১) নিড-বেইজড ইনফ্রাস্ট্রাকচার (৮১%); (২) নিড-বেইজড ফার্নিচার (৪%); (৩) মেইনটেন্যান্স (৯৩%); (৪) ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন (৭৩%); (৫) আউট-অব-স্কুল এডুকেশন (৯৭%); (৬) চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশন নিডস অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি (৯২%); (৭) এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি (৮৮%) ও (৮) কমিউনিকেশন অ্যান্ড স্যোশাল মবাইলাইজেশন (৮৯%)। উল্লেখ্য যে, নিড-বেইজড ইনফ্রাস্ট্রাকচারে প্রয়োজনমত ১০,০০০ খেলার সরঞ্জাম, মসজিদ ও ডিপিই সদর দপ্তর সম্প্রসারণ (২টি প্যাকেজ), ডিপিই কেন্দ্রীয় গুদাম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অফিস নির্মাণ (১টি প্যাকেজ), নতুন ভবন, লিডারশীপ ট্রেনিং সেন্টার ও নেপ অবকাঠামো উন্নয়ন, ৬টি বিভাগীয় উপপরিচালক দপ্তর সম্প্রসারণ ও ২টি নির্মাণ, ৩৫৫টি ইউইও অফিস সম্প্রসারণ/নির্মাণ ও ১০টি টিইও অফিস নির্মাণ, ২৮৫ ইউআরসি সম্প্রসারণ/নির্মাণ ও ৬৬ পিটিআই সংস্কার অন্তর্ভুক্ত; নিড-বেইজড ফার্নিচারে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাঠ পর্যায়ের দপ্তর ও ডিপিই-এর আসবাবপত্র, নেপ ও অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের জন্য আসবাবপত্র দেওয়া হবে; মেইনটেন্যান্স হিসেবে মেরামত ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ (ওয়াশব্লক, পিটিআই, অফিসসমূহ), ডিপিই সদর দপ্তর ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রুটিন, ক্ষুদ্র ও বড় মেরামত, বিভাগীয় ও উপজেলা শিক্ষা অফিস, ইউআরসি মেরামত এবং বড় ও ক্ষুদ্র ওয়াশ ব্লক মেরামত করা হবে; ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিনের আওতায় ৫০,০০০ ওয়াশ ব্লক নির্মাণ, ২২,০০০ নলকূপ স্থাপন, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা ডিডি, ডিপিইও, ইউইও, ইউআরসি, পিটিআই-তে স্থাপন, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি উপকরণ সরবরাহ এবং পানি-স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত; আউট-অব-স্কুল এডুকেশনে ম্যানুয়াল ও ইন্টারেক্টিভ শিক্ষা উপকরণ প্রকাশ, স্টেশনারি, বিজ্ঞাপন, প্রচার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য ১০ লক্ষ শিশুর উপবৃত্তি প্রদান এবং জনবল ও অন্যান্য খরচ ধরা হয়েছে; চিলড্রেন উইথ স্পেশাল এডুকেশন (SEND) বিভাগে প্রয়োজনমত সহায়ক যন্ত্রপাতি বরাদ্দ, NDD ও ASD-এর উপর কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ, ১,৩০,০০০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষা ও উপকরণ সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত; এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সিতে EiE নির্দেশিকা তৈরি ও আপডেট, প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম সরবরাহ, ৬৫,০০০টি দুর্যোগ মোকাবেলা সরঞ্জাম, পুনর্বাসন কার্যক্রম ও স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রোটোকল অনুসরণ রয়েছে; এবং কমিউনিকেশন ও সোশ্যাল মবাইলাইজেশনে চলচ্চিত্র, ভিডিও নির্মাণ ও প্রচার, ২,৫৫,০০০টি লিফলেট ও পোস্টার মুদ্রণ ও প্রচার, জাতীয় দিবস ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন, ৬০টি শিক্ষা সচেতনতা ও ভর্তি বৃদ্ধির সামাজিক কর্মসূচি এবং মিডিয়া প্রোগ্রাম সম্প্রচার ও বই বিতরণ উৎসব অন্তর্ভুক্ত।

সারণি ৩.২.১: কম্পোনেন্টগুলোর ভূমিকা

কম্পোনেন্ট	অবদান
নতুন ভবন ও অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	উন্নত শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি করে, যা এনরোলমেন্ট বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে।
ওয়াশব্লক নির্মাণ	স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত ⇒ স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমে ⇒ স্কুলমুখীতা বৃদ্ধি।
মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন	পাঠদানের আধুনিকীকরণ ⇒ শিক্ষার্থীর আগ্রহ বৃদ্ধি ⇒ নিয়মিত উপস্থিতি।
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জা	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলে শুরু থেকেই ⇒ এনরোলমেন্টে সহায়ক।

তথ্যসূত্র: (APSC ২০২৩)



পিইডিপি৪ এর বিভিন্ন কম্পোনেন্ট (সারণি ৩.২.১) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। নতুন ভবন ও অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোতে শারীরিক পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন হয়েছে, যা অভিভাবকদের সন্তুষ্টি ও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়িয়েছে। ওয়াশরুম নির্মাণ স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করেছে, ফলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাড়াতে সাহায্য করেছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন পাঠদান পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করে তুলেছে, যার ফলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসতে আগ্রহী হচ্ছে। এছাড়া, প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জার মাধ্যমে ছোট বয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়মুখী করে তোলা সম্ভব হয়েছে, যা প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার বাড়াতে সহায়ক হয়েছে।

৩.১.৪ কম্পোনেন্ট-৩ (ম্যানেজমেন্ট, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স) অগ্রগতি পর্যালোচনা

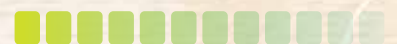
পিইডিপি৪ কর্মসূচির কম্পোনেন্ট-৩ (ম্যানেজমেন্ট, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ফাইন্যান্স) এর অন্তর্ভুক্ত ০৫টি সাব-কম্পোনেন্ট-এর আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ১) ডেটা সিস্টেম ফর ডিসিশন মেকিং (৫৮%); ২) ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্গেনিং (৮৮%); ৩) স্ট্রেন্গেনিং ইউপেপ অ্যান্ড স্লিপ (১০০%); ৪) স্ট্রেন্গেনিং বাজেট (০%) ও ৫) প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (৬৫%)। উল্লেখ্য যে, ডেটা সিস্টেম ফর ডিসিশন মেকিংয়ে বিদ্যমান তথ্য ব্যবস্থা ও ড্যাশবোর্ড একীকরণ, সফটওয়্যার উন্নয়ন, ডেটা সেন্টার ও সার্ভার শক্তিশালীকরণ, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওরাকল সফটওয়্যার, রিয়েল-টাইম M&E ও PEPMIS সফটওয়্যারের আপগ্রেডেশন, নেটওয়ার্কিং ও সেন্ট্রাল ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা, জাতীয় ডেটা সেন্টারে ডেটা ব্যাকআপ, ই-মনিটরিং সিস্টেম চালু করা, প্রাথমিক শিক্ষায় ডেটাবেইস সমন্বয় ও GIS ম্যাপিং অন্তর্ভুক্ত; ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্গেনিংয়ে পিএসটি পরামর্শদাতা, প্রয়োজনভিত্তিক অধ্যয়ন ও যাচাই, বিভাগীয় কর্মশালা, সংশোধিত পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন সরঞ্জাম উন্নয়ন, ২০০ জন জনবল, বিভিন্ন যানবাহন ক্রয় ও পরিচালনা খরচ, বিকেন্দ্রীকৃত শিক্ষা প্রশাসন শক্তিশালীকরণ, যানবাহন ক্রয়ে জিপ, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, পিকআপ ও ২০০টি মটরসাইকেল অন্তর্ভুক্ত; স্ট্রেন্গেনিং ইউপেপ ও স্লিপ প্রকল্পে SLIP ও UPEP নির্দেশিকা হালনাগাদ, প্রয়োজনভিত্তিক বরাদ্দ, প্রতিবেদন সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, তথ্য প্রকাশ ও শিখন অভিজ্ঞতা উন্নয়ন, প্রতি বছর ৬৫,০০০ বিদ্যালয়ে SLIP ফান্ড এবং ৫০ উপজেলা ইউপেপ ফান্ড প্রদান; স্ট্রেন্গেনিং বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষা বাজেট কাঠামো, উপজেলা পর্যায়ে আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন ব্যবস্থা, বাজেট কন্ট্রোল ও পেমেন্ট সিস্টেম সমন্বয় ও ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট শক্তিশালীকরণ অন্তর্ভুক্ত; এবং প্রকিউরমেন্ট ও ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে ই-জিপিএস ক্রয় প্রশিক্ষণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও iBAS, AIS প্রশিক্ষণ, MoF রিফ্রেশার কোর্স, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিদেশী প্রশিক্ষণ ও ই-প্রকিউরমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৩.২ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণ

পিইডিপি৪ এর বাস্তব অগ্রগতি, প্রভাব ও সমস্যাবলি মূল্যায়নের জন্য মাঠপর্যায়ে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। প্রকল্পের দক্ষতা ও টেকসই প্রভাব নিরূপণে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের পাশাপাশি দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ১৬টি জেলায় মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

উক্ত গবেষণা কার্যক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ এর মহাপরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমান ও উপপরিচালক ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান ০৭/০৩/২০২৫-০৮/০৩/২০২৫ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলা, ধোবাউড়া উপজেলা ও হালুয়াঘাট উপজেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও মহাপরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমান, পরিচালক (যুগ্মসচিব) মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ১১/০৪/২০২৫-১২/০৪/২০২৫ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলা ও রাউজান উপজেলায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও তথ্যসংগ্রহ করেন।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ এর এর মহাপরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমান, পরিচালক (যুগ্মসচিব) মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ও উপপরিচালক ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান ১৪/০২/২০২৫-১৫/০২/২০২৫ তারিখে সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলা ও গোলাপগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এছাড়া পরিচালক (যুগ্মসচিব) মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ও উপপরিচালক ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান রংপুর জেলার সদর উপজেলা, লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা ও পাটগ্রাম উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম ২১/০৩/২০২৫-২২/০৩/২০২৫ তারিখে পরিদর্শন করেন।



পিইডিপি৪ এর বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ আইএমইডি'র মহাপরিচালক মোঃ মাহবুবুর রহমান ও উপপরিচালক ড. মোঃ মাহমুদুল হাসান কর্তৃক গত ০৭/০১/২০২৫ ও ২৬/০৪/২০২৫ তারিখে যথাক্রমে (১) ফলসটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ; (২) সাহিলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ; (৩) মনোহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর; (৪) ৮২নং চাঁদপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পর্যালোচনা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার, অভিভাবক ও এসএমসি সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

৩.২.১ পরিদর্শনের স্থিরচিত্র ও বর্ণনা



হাজীপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিলেট



বীরামপুর উজানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ



৪৫ নং বীরামপুর চরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ



৪৫ নং বীরামপুর চরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ



হাজীপুর-১ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিলেট



উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট



বায়মপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কানাইঘাট, সিলেট



উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, গোলাপগঞ্জ, সিলেট



ফলসটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবালায়, মানিকগঞ্জ



সাহিলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবালায়, মানিকগঞ্জ





মনোহরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর



৮২নং চাঁদপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যশোর



পিইডিপি৪ এর আওতায় সাহিলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ-এ নির্মিত ওয়াশ ব্লক



পিইডিপি৪ এর আওতায় চাঁদপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মিত ওয়াশ ব্লক

৩.২.২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এনরোলমেন্ট হারের পরিবর্তনের কারণসমূহ

সরেজমিনে পরিদর্শনকালে বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনায় এনরোলমেন্টের হার পরিবর্তনে যে সকল কারণ চিহ্নিত হয়েছে সেগুলো হলো:

১. ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব:

কোভিডজনিত কারণে দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমে বিঘ্ন ঘটে এবং অনেক শিক্ষার্থী বারে পড়ে বা অন্যত্র চলে যায়। ফলে এনরোলমেন্ট হারে হ্রাস লক্ষ্য করা যায়।

২. ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা:

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে আর্থিক চাপ সৃষ্টি হওয়ায় এনরোলমেন্টে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও পিইডিপি৪ এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় এ নেতিবাচক প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম থাকার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

৩. বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার:

বেসরকারি আধুনিক মাদ্রাসা, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন ইত্যাদির ব্যাপক বিস্তারের ফলে অনেক শিক্ষার্থী সরকারি বিদ্যালয় পরিহার করে বিকল্প ব্যবস্থায় ভর্তি হয়েছে।



ষষ্ঠত, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি বিতরণে স্বচ্ছতা ও সময়ানুবর্তিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপবৃত্তি না পাওয়ার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলোর উপর বাড়তি চাপ পড়েছে।

সপ্তমত, ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন (Result-Based Assessment) কাঠামো যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ায় অভিভাবকদের মধ্যে সন্তানের শিক্ষা গ্রহণের অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়নি। এর ফলে শিক্ষার্থীদের দুর্বল দিক চিহ্নিত করে তা সংশোধনের জন্য যে সক্রিয় পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল, তা গ্রহণ সম্ভব হয়নি।

লক্ষণীয় যে, পিইডিপি৪ কর্মসূচির কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও মাঠপর্যায়ে কার্যকর বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং অংশগ্রহণমূলক উদ্যোগের অভাবে এর দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে কর্মসূচি টেকসই হওয়ায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এসব সমস্যা চিহ্নিত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে প্রকৃত শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে না।

৩.৩ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩-এর তথ্য (সারণি ৩.৪.১) অনুযায়ী দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থী ১ কোটি ৯৭ লাখের কিছু বেশি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লাখের কাছাকাছি (APSC, ২০২৩)। অবশিষ্টরা বেসরকারিভাবে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কিন্ডারগার্টেনসহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এ পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবৈতনিকভাবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ৫৫ দশমিক ৭ শতাংশ। অবশিষ্ট ৪৪ দশমিক ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী নিজস্ব (পারিবারিক বা অন্যান্য উৎস) অর্থায়নে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (APSC, ২০২৩) শিক্ষা গ্রহণ করছে। নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা (বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭তম অনুচ্ছেদ) রয়েছে। একইসঙ্গে গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতেরও কথা বলা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। এ আইন প্রণয়নের তিন দশকের পরও এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে একই পাঠ্যক্রমে অবৈতনিক শিক্ষা কার্যকর করা যায়নি।

সারণি: ৩.৪.১ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পরিসংখ্যান (এপিএসসি ২০২৩ অনুযায়ী)

ক্র.নং	বিষয়বস্তু	সংখ্যা/হার	মন্তব্য
১	মোট প্রাথমিক শিক্ষার্থী সংখ্যা	১,৯৭,১৩,৬৮৫	সরকারি ও বেসরকারি সব মিলিয়ে
২	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী	১,০৯,৮৫,৮১৫	মোট শিক্ষার্থীর ৫৫.৭%
৩	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী	৮৭,২৭,৮৭০	মোট শিক্ষার্থীর ৪৪.৩%
	- কিন্ডারগার্টেনে শিক্ষার্থী - বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় - উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাথমিক - ইবতেদায়ি মাদ্রাসা - এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় - উচ্চ মাদ্রাসার সঙ্গে সংযুক্ত শাখা - এনজিও শিক্ষা কেন্দ্র - শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বিদ্যালয় - অন্যান্য বিদ্যালয়	৪৮,৭৩,৩৭৫ ৮,৩৭,৮৮৮ ৮,০৪,০৩৫ ৬,৮২,৮৫৫ ৫,৩৬,১৬১ ৪,৮১,১৯৯ ২,৭৬,৫০৪ ৩০,৩৪৬ ২,০৫,৫০৭	বেসরকারি অংশের মধ্যে সর্বাধিক
৫	প্রাথমিক পর্যায়ের মোট শিক্ষক সংখ্যা	৩,৮৪,৫১৩	সরকারি বিদ্যালয়

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিসংখ্যান (এপিএসসি) ২০২৩-এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর ১ কোটি ৯৭ লাখ এর মধ্যে ইংরেজি মাধ্যম ও কওমি মাদ্রাসার তথ্য উল্লেখ করা হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের তথ্য



অনুযায়ী, কওমি মাদ্রাসায় ৫ থেকে ১০ বছর বয়সী শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। বেসরকারিভাবে পরিচালিত প্রাথমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী পড়ছে কিন্ডারগার্টেনে। প্রাথমিক পর্যায়ের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ২৫ শতাংশ পড়াশোনা করছে কিন্ডারগার্টেনগুলোয়। দেশের বিভিন্ন স্থানের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এলাকাভেদে এসব বিদ্যালয়ের ভর্তি ফি ২ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। এছাড়া প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মাসিক বেতন হিসেবে পরিশোধ করতে হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বাড়তি কোচিং-এর প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিন ধরেই দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বড় সমস্যা হলো প্রশিক্ষিত শিক্ষক সংকট। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ ৮৪ হাজার। মধ্য আয়ের দেশগুলোর জন্য ইউনেসেফ কর্তৃক প্রাক প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক এবং প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীর বিপরীতে প্রায় ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার শিক্ষক রয়েছে।

পিইডিপি৪ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৮টি বিভাগের ১৬টি জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যাতে মাঠপর্যায়ের বাস্তব চিত্র ও অভিজ্ঞতা গবেষণায় প্রতিফলিত হয়।

৩.৩.১ নমুনা এলাকার এনরোলমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা

পিইডিপি৪ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৮টি বিভাগের ১৬টি জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিস এবং APSC ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের এনরোলমেন্ট তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষার্থী ভর্তির হারে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য রয়েছে। গাজীপুর (+৫.৬%), কক্সবাজার (+৭.৪%), চট্টগ্রাম (+৬.৩%), ময়মনসিংহ (+৫.৫%) এবং রংপুর (+৫.০%) জেলায় ভর্তি উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, যা নগরায়ণ, শিক্ষা সচেতনতা ও কার্যকর শিক্ষা কার্যক্রমের ফল বলে তথ্য অনুসন্ধানকালে জানা যায়। অন্যদিকে সুনামগঞ্জ (-৮.৩%), লালমনিরহাট (-৭.৭%), পটুয়াখালী (-৬.০%) এবং সাতক্ষীরা (-৫.৬%) জেলায় ভর্তির হার হ্রাস পেয়েছে, যা জনসংখ্যা স্থানান্তর বা আর্থসামাজিক চ্যালেঞ্জের কারণে হতে পারে। রাজশাহী (+২.৭%), খুলনা (+৩.৪%), বরিশাল (+৩.৩%) ও সিলেট (+৪.২%)

সারণি ৩.৫: জেলা শিক্ষা অফিস ভিত্তিক এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি/হ্রাস

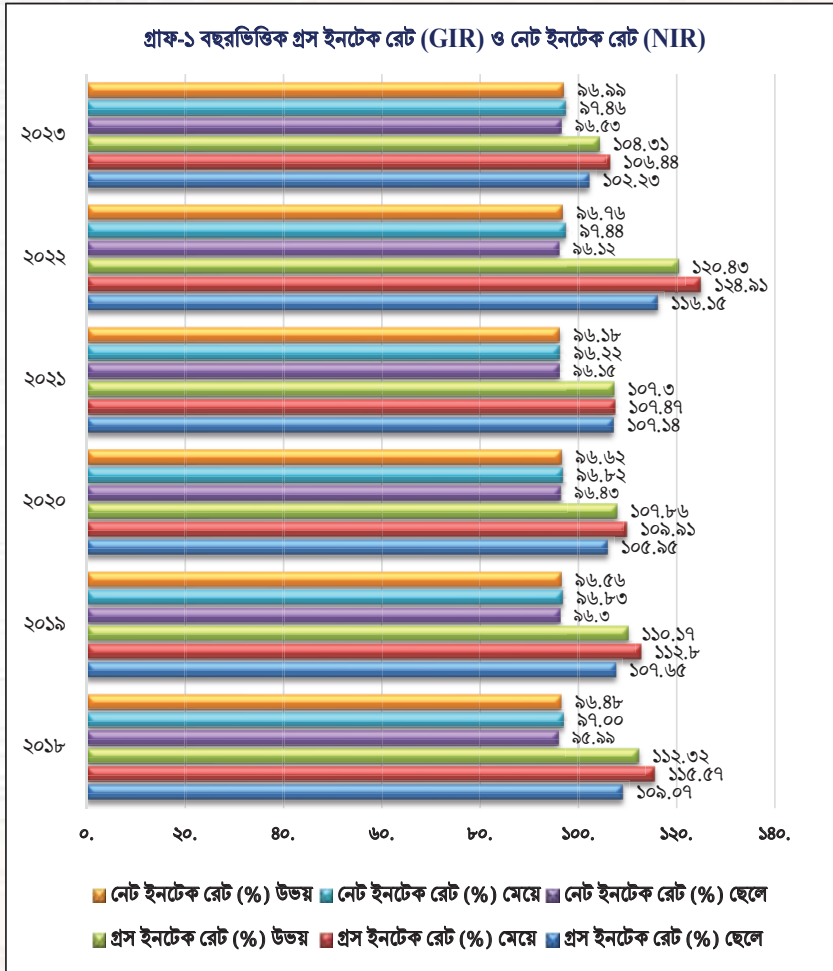
ক্র. নং	বিভাগ	জেলা	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি/হ্রাস (%)
১	ঢাকা	গাজীপুর	১,২০,০০০	১,২৩,০০০	১,২৫,০০০	১,৩০,০০০	১,২৮,০০০	১,৩২,০০০	+৫.৬%
২		শরীয়তপুর	৭২,০০০	৭১,০০০	৭০,০০০	৬৮,৫০০	৬৯,২০০	৬৭,০০০	-৪.৩%
৩	চট্টগ্রাম	কক্সবাজার	৯০,০০০	৯৩,০০০	৯৫,০০০	৯৮,০০০	১,০০,৫০০	১,০২,০০০	+৭.৪%
৪		চট্টগ্রাম	১,৯৫,০০০	১,৯৮,০০০	২,০০,০০০	২,০৫,০০০	২,১০,০০০	২,১২,৫০০	+৬.৩%
৫	রাজশাহী	রাজশাহী	১,০৮,০০০	১,০৯,০০০	১,১০,০০০	১,১২,০০০	১,১১,৫০০	১,১৩,০০০	+২.৭%
৬		নওগাঁ	৮৭,০০০	৮৬,০০০	৮৫,০০০	৮২,০০০	৮৩,০০০	৮০,৫০০	-৫.৩%
৭	খুলনা	খুলনা	১,১২,০০০	১,১৩,০০০	১,১৫,০০০	১,১৭,৫০০	১,২০,০০০	১,১৯,০০০	+৩.৪%
৮		সাতক্ষীরা	৮৩,০০০	৮২,০০০	৮০,০০০	৭৭,৫০০	৭৮,০০০	৭৫,৫০০	-৫.৬%
৯	বরিশাল	বরিশাল	৮৮,০০০	৮৯,০০০	৯০,০০০	৯২,০০০	৯০,৫০০	৯৩,০০০	+৩.৩%
১০		পটুয়াখালী	৭৮,০০০	৭৭,০০০	৭৫,০০০	৭২,৫০০	৭১,০০০	৭০,৫০০	-৬.০%
১১	রংপুর	রংপুর	৯৭,০০০	৯৮,০০০	১,০০,০০০	১,০২,০০০	১,০৩,৫০০	১,০৫,০০০	+৫.০%
১২		লালমনিরহাট	৬৭,০০০	৬৬,০০০	৬৫,০০০	৬৩,০০০	৬১,৫০০	৬০,০০০	-৭.৭%
১৩	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	১,০৭,০০০	১,০৮,০০০	১,১০,০০০	১,১২,৫০০	১,১৫,০০০	১,১৬,০০০	+৫.৫%
১৪		নেত্রকোনা	৭০,০০০	৬৯,০০০	৬৮,০০০	৬৬,০০০	৬৫,০০০	৬৩,৫০০	-৬.৬%
১৫	সিলেট	সিলেট	৯৩,০০০	৯৪,০০০	৯৫,০০০	৯৭,৫০০	৯৮,০০০	৯৯,০০০	+৪.২%
১৬		সুনামগঞ্জ	৬২,০০০	৬১,০০০	৬০,০০০	৫৮,৫০০	৫৭,৫০০	৫৫,০০০	-৮.৩%

তথ্যসূত্র: জেলা শিক্ষা অফিস, APSC ২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ অনুযায়ী প্রদেয় তথ্য



জেলায় ভর্তির হার স্থিতিশীল থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, কয়েকটি জেলায় ২০১৮-২০১৯ থেকে ধারাবাহিকভাবে এনরোলমেন্ট বেড়েছে, যেমন গাজীপুর, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম, যা শিক্ষা কার্যক্রমে ইতিবাচক ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। অন্যদিকে, সুনামগঞ্জ, লালমনিরহাট ও নেত্রকোনার মতো জেলায় ২০১৮ সাল থেকেই ধারাবাহিক হ্রাস লক্ষ্য করা যায়, যা স্থানীয় শিক্ষা অবকাঠামো ও সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ইঙ্গিত করে (বিস্তারিত সারণি ৩.৫)।

৩.৩.২ বছরভিত্তিক গ্রস ইনটেক রেট (GIR) ও নেট ইনটেক রেট (NIR)



তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

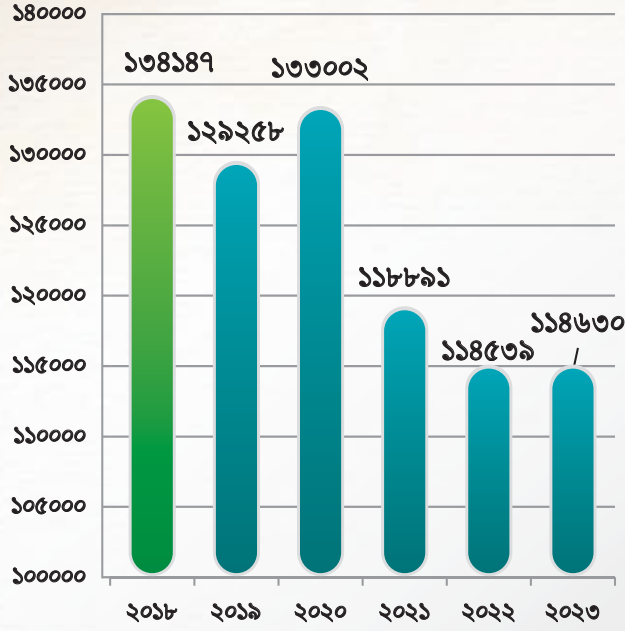
প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (গ্রাফ-১) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে গ্রস ইনটেক রেট (GIR) এবং নেট ইনটেক রেট (NIR) উভয় ক্ষেত্রেই হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। ২০১৮ সালে GIR ছিল যথাক্রমে ছেলেদের জন্য ১০৯.০৭%, মেয়েদের জন্য ১১৫.৫৭% এবং সম্মিলিতভাবে ১১২.৩২%। অপরদিকে ২০২৩ সালে উক্ত হারসমূহ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ১০২.২৩%, ১০৬.৪৪% এবং ১০৪.৩১% হয়েছে। উক্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্ধারিত বয়সের বাইরেও অনেক শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে। ২০২৩ সালে এ প্রবণতা ২০১৮ সাল অপেক্ষা হ্রাস পেয়েছে। নির্ধারিত বয়সে শিক্ষার্থীদের ইনটেক বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্ধারিত বয়সের বাইরের ইনটেক হ্রাস পেয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

নেট ইনটেক রেট (NIR) সম্পর্কিত ২০১৮ সাল ও ২০২৩ সালের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্ধারিত বয়সে (৬ বছর) প্রথম শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ভর্তির হার প্রায় স্থিতিশীল ছিল। ছেলেদের ক্ষেত্রে ২০১৮ সালে NIR ছিল ৯৫.৯৯%, যা ২০২৩ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৯৬.৫৩%-এ। মেয়েদের NIR তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল যা ২০১৮ সালে ৯৭.০০% ও ২০২৩ সালে ৯৭.৪৬%। সম্মিলিতভাবে এ হার ৯৬.৪৮ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে ৯৬.৯৯% এ উন্নীত হয়েছে। এটি পিইডিপি৪ কর্মসূচির অধীন সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও প্রণোদনার ইতিবাচক প্রভাবের ইঙ্গিত দেয়। সার্বিকভাবে, উল্লিখিত তথ্য থেকে পিইডিপি৪ কর্মসূচির বাস্তবায়নকালে বয়সভিত্তিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার কিছুটা সুশৃঙ্খল হয়েছে এবং মেয়েদের অংশগ্রহণে ইতিবাচক প্রবণতা নির্দেশ করে। এ প্রবণতা প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়নকে প্রতিফলিত করে।

৩.৪ APSC-২০২৩ অনুযায়ী প্রধান সূচকসমূহ

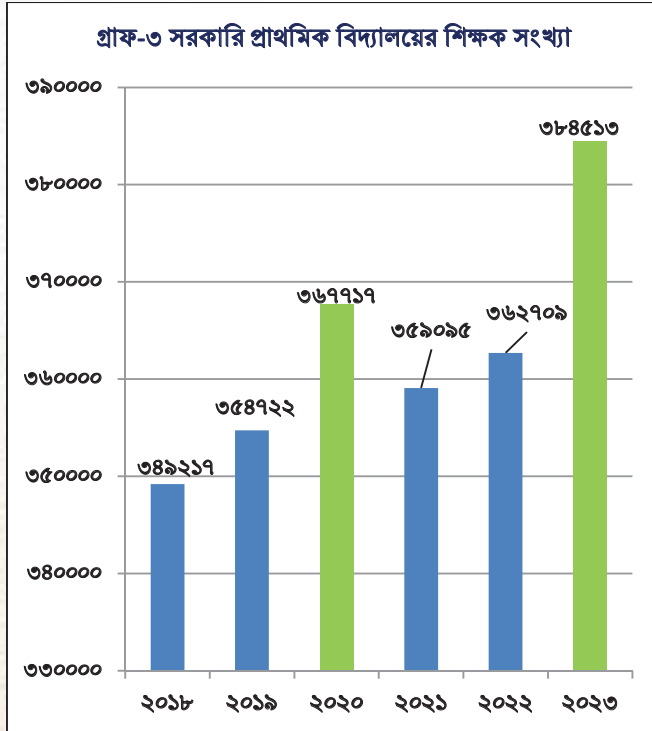
৩.৪.১ APSC-এ অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা

গ্রাফ-২ APSC-এ অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা



তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

৩.৪.২ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা

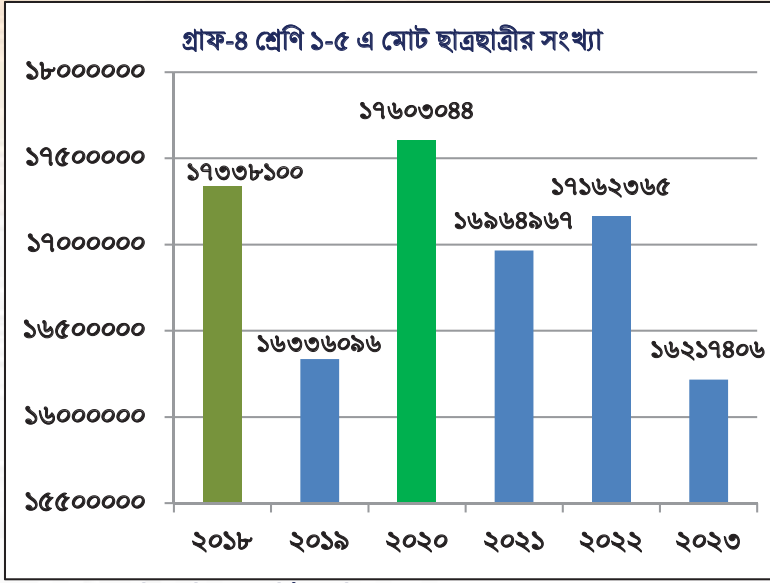


তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (গ্রাফ-২) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত APSC (Annual Primary School Census) এ অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৮ সালে আচ্ছাদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ১,৩৮,১৮৯টি, যা পরবর্তী বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেতে থাকে। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১,২৯,২৫৮টিতে এবং ২০২০ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১,৩৩,০০২টি। কিন্তু ২০২১ সাল থেকে বিদ্যালয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় এবং ওই বছর তা দাঁড়ায় ১,১৮,৮৯১টিতে। এরপর ২০২২ সালে সংখ্যাটি আরও হ্রাস পেয়ে হয় ১,১৮,৫৩৯ এবং ২০২৩ সালে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১,১৮,৬৩০টি বিদ্যালয়। এ পরিবর্তনের পেছনে বিভিন্ন কারণ যেমন-বিদ্যালয় একীভূতকরণ, অকার্যকর বা স্বল্প শিক্ষার্থী সংবলিত বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়া, বা তথ্য সংগ্রহের পরিধি সীমিত হওয়া প্রভৃতি ভূমিকা রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানান। বিদ্যালয়ের সংখ্যাগত পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও নীতিগত কিছু পরিবর্তন ঘটেছে বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (গ্রাফ-৩) বিশ্লেষণে ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যায় একটি সুস্পষ্ট বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। ২০১৮ সালে মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৩,৮৯,২১৯ জন, যার মধ্যে পুরুষ শিক্ষক ছিলেন ১,২৫,১০০ জন এবং নারী শিক্ষক ছিলেন ২,২৪,১১৯ জন। পরবর্তী বছরগুলোতে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে, যা সরকারের নারী শিক্ষকদের নিয়োগ ও নারী অংশগ্রহণ বৃদ্ধি নীতির প্রতিফলন। ২০১৯ সালে মোট শিক্ষক সংখ্যা হয় ৩,৫৪,৭২২ জন, এরপর ২০২০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩,৬৭,৭১৭ জনে। যদিও ২০২১ সালে শিক্ষক সংখ্যা কিছুটা কমে গিয়ে হয় ৩,৫৯,০৯৫ জন, তবে এরপর আবার ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে দাঁড়ায় ৩,৮৪,৫১৩ জনে। ২০২৩ সালে নারী শিক্ষক সংখ্যা প্রথমবারের মতো ২.৫ লাখ অতিক্রম করে (২,৫১,৭৮২ জন), যা ইতিবাচক পরিবর্তন বলে বিবেচনাযোগ্য। নারী শিক্ষকের উপস্থিতি শিক্ষার পরিবেশকে আরও বন্ধুত্বপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তুলতে সাহায্য করবে বলে প্রত্যাশিত।

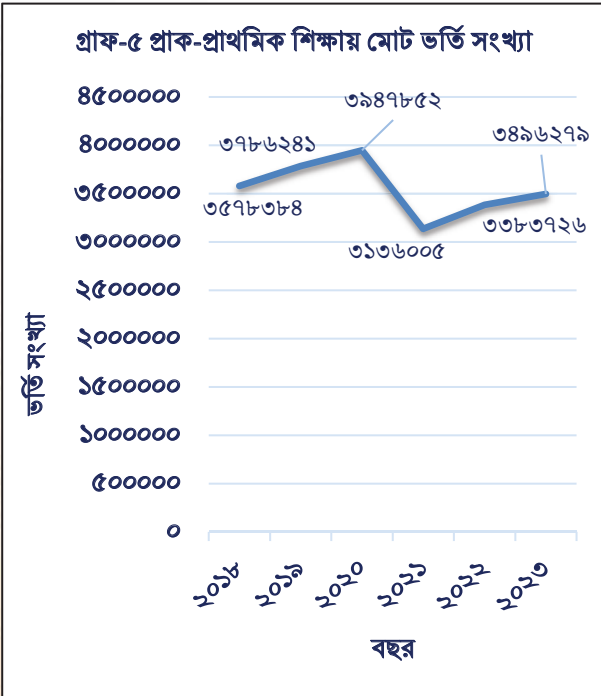
৩.৪.৩ শ্রেণি ১-৫ এ মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা



তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

দাঁড়ায় ১,৬৯,৬৪,৯৬৭ জনে, ২০২২ সালে হয় ১,৭১,৬২,৩৬৫ জনে এবং ২০২৩ সালে ১,৬২,১৭,৮০৬ জনে দাঁড়ায়। এ প্রবণতা ইঙ্গিত দেয় যে, বিশেষ করে মেয়েশিশুদের অংশগ্রহণে যদিও পিইডিপি৪ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষার্থী ভর্তিতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, তবে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থী সংখ্যায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অভিভাবক সচেতনতা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শিশুশ্রম, স্থানান্তর, অথবা কোভিড-পরবর্তী প্রভাব এসব কারণ শিক্ষার্থী উপস্থিতির হ্রাস-বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। তবুও মেয়েশিশুদের ধারাবাহিক অগ্রাধিকার ও অংশগ্রহণ পিইডিপি৪ এর লিঙ্গসমতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি প্রশংসনীয় অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৩.৪.৪ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তি সংখ্যা



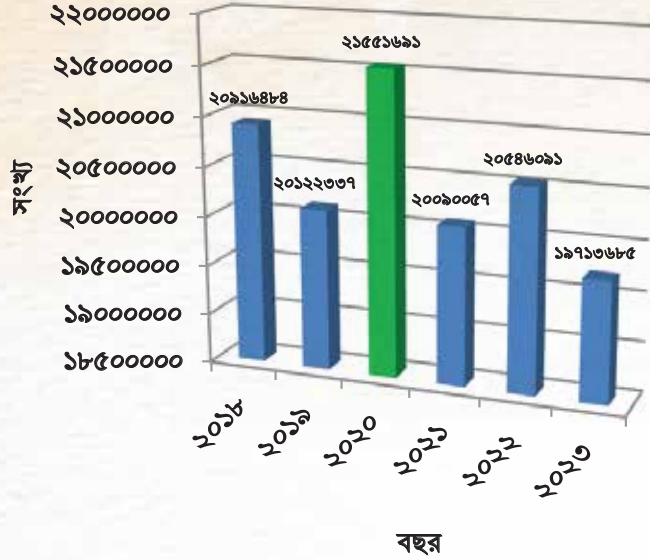
তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (গ্রাফ-৪) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শ্রেণি ১-৫ এ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা এবং লিঙ্গভিত্তিক ভর্তির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ সময়ে শিক্ষার্থী সংখ্যায় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেছে এবং প্রতি বছর মেয়েশিশুদের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় বেশি ছিল। ২০১৮ সালে মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ১,৭৩,৩৮,১০০ জন, যার মধ্যে ছেলেশিশু ছিল ৮৫,৩৯,০৬৭ এবং মেয়েশিশু ছিল ৮৭,৯৯,০৩৩ জন। ২০১৯ সালে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১,৬৩,৩৬,০৯৬ জনে, কিন্তু ২০২০ সালে তা আবার বেড়ে সর্বোচ্চ ১,৭৬,০৩,০৮৮ জনে পৌঁছে যায়, যা বিবেচ্য ছয় বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। পরবর্তী তিন বছর এ সংখ্যা পর্যায়ক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি ও হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ২০২১ সালে

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর (গ্রাফ-৫), ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় মোট ভর্তি সংখ্যার বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মোট ৩৫,৭৮,৩৮৮ জন, যেখানে ছেলের সংখ্যা ছিল ১৭,৯২,৫৫৯ এবং মেয়ের সংখ্যা ছিল ১৭,৮৫,৮২৫ জন। ২০১৯ ও ২০২০ সালে এ সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, যথাক্রমে ৩৭,৮৬,২৮১ এবং ৩৯,৮৭,৮৫২ জন শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হয়, যা এ সময়কালের সর্বোচ্চ। পূর্ববর্তী কর্মসূচিসহ পিইডিপি৪ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ভর্তিতে আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ২০২১ সালে ভর্তি সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়ে ৩১,৩৬,০০৫ হয়। এটি মূলত কোভিড-১৯ মহামারির সৃষ্ট। উক্ত সময়ে বিদ্যালয় বন্ধ থাকা, আর্থিক সংকট সৃষ্ট হওয়া এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে অনেক পরিবার তাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী ছিলেন না। কোভিড-১৯ পরবর্তী বছরগুলোতে ভর্তি সংখ্যা আবার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে যা ২০২২ সালে ৩৩,৮৩,৭২৬ এবং ২০২৩ সালে ৩৮,৯৬,২৯৯ এ উন্নীত হয়।

৩.৪.৫ সকল শ্রেণিতে মোট ভর্তি সংখ্যা (প্রাক-প্রাথমিকসহ)

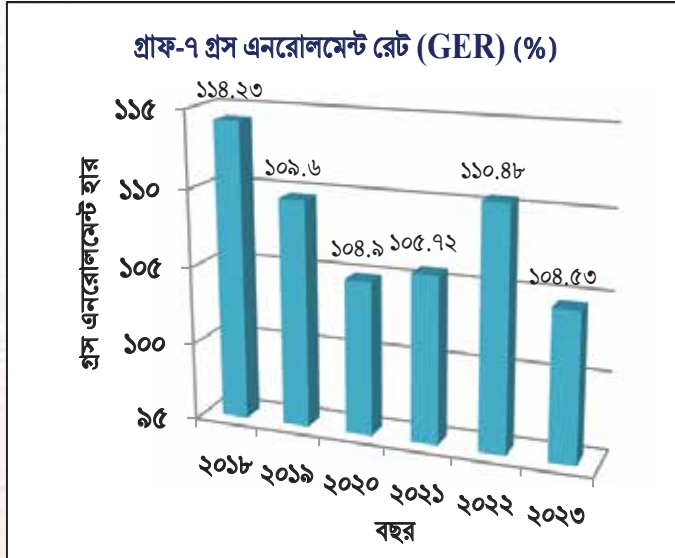
গ্রাফ-৬ সকল শ্রেণিতে মোট ভর্তি সংখ্যা (প্রাক-প্রাথমিকসহ)



তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

৩.৪.৬ গ্রস এনরোলমেন্ট রেট (GER) (%)

৩.৪.৬ গ্রস এনরোলমেন্ট রেট (GER) (%)

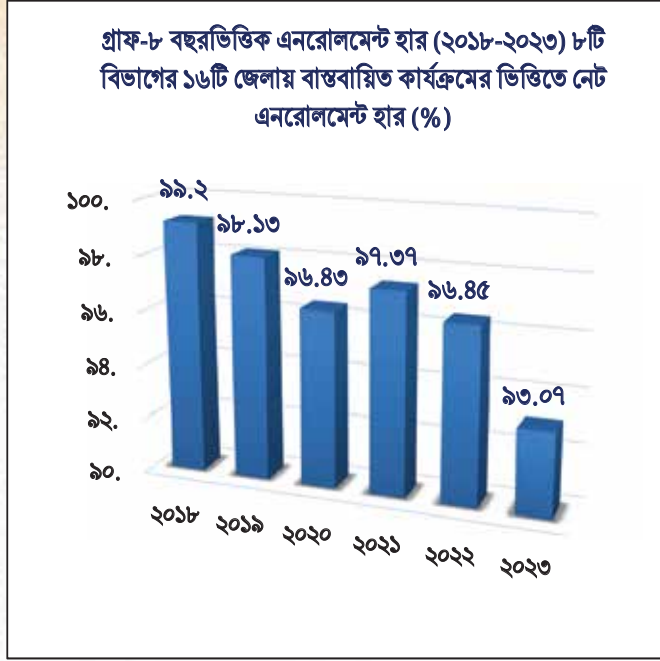


তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (গ্রাফ-৬) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সকল শ্রেণিতে (প্রাক-প্রাথমিকসহ) শিক্ষার্থীদের মোট ভর্তি সংখ্যার নিয়মিত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১৮ সালে মোট ভর্তি ছিল সর্বোচ্চ ২,০৯,১৬,৪৮৪ জন। পরবর্তী বছর ২০১৯ সালে এ সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২,০১,২২,৩৩৭ জনে। ২০২০ সালে পুনরায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ ২,১৫,৫১,৬৯১ জন, যা উক্ত বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এটি পিইডিপি৪ কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন এবং জনগণের সচেতনতাবৃদ্ধির একটি সম্ভাব্য ফলাফল। তবে ২০২১ সালে করোনাভাইরাস মহামারির প্রভাবে এ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ২,০০,৯০,০৫৭ জনে। ২০২২ সালে আবার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে মোট ভর্তি হয় ২,০৫,৪৬,০৯১ জন। কিন্তু ২০২৩ সালে তা আবার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১,৯৭,১৩,৬৮৫ জনে।

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (গ্রাফ-৭) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে গ্রস এনরোলমেন্ট রেট (GER) অর্থাৎ মোট ভর্তি শিক্ষার্থীর শতকরা হার লিঙ্গভিত্তিক এবং সামগ্রিকভাবে কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি দেখা গেছে। ছেলে শিক্ষার্থীদের GER ২০১৮ সালে ১১০.৩২% থেকে ক্রমেই হ্রাস পেয়ে ২০২৩ সালে দাঁড়িয়েছে ১০০.৭১%। সামগ্রিকভাবে GER ২০১৮ সালে ছিল ১১৪.২৩%, পরবর্তী ২বছর ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ১০৪.৯০% হলেও পরের ২বছরে উন্নীত হয় এবং ২০২২ সালে ১১০.৪৮%-এ পৌঁছায়। কিন্তু পরের বছর পুনরায় পায় এবং ২০২৩ সালে ১০৪.৫৩% হয়েছে। গ্রস এনরোলমেন্ট রেট ১০০% এর বেশি মানে নির্দিষ্ট বয়সের চেয়ে বেশি বয়সের শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।

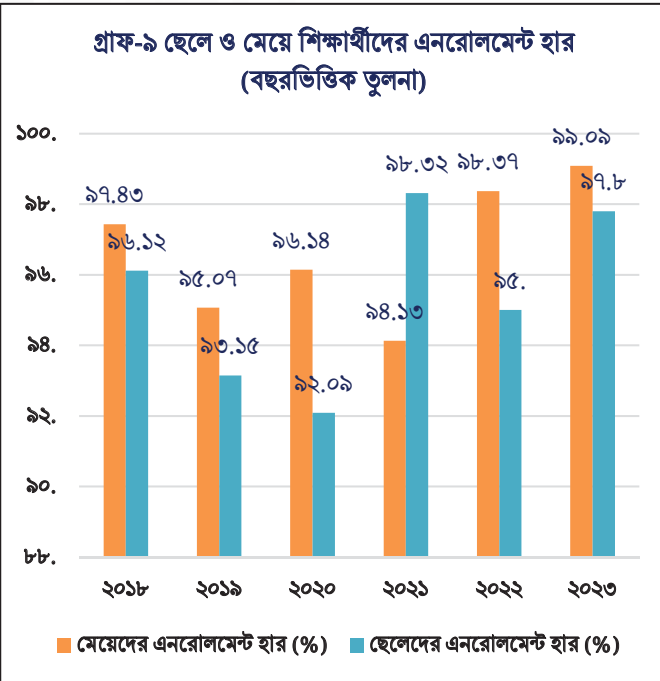
৩.৪.৭ বছরভিত্তিক নেট এনরোলমেন্ট হার



তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর (গ্রাফ-৮) বছরভিত্তিক নেট এনরোলমেন্ট হার (২০১৮-২০২৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পিইডিপি৪ কর্মসূচি বাস্তবায়িত ৮টি বিভাগের ১৬টি জেলায় শিক্ষার্থী নেট ভর্তির হার শুরুতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল, ২০১৮ সালে যা ছিল ৯৯.২০%। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে এ হার ক্রমান্বয়ে কিছুটা কমতে থাকে। ২০১৯ সালে এটি দাঁড়ায় ৯৮.১৩%, ২০২০ সালে ৯৬.৮৩%, এবং ২০২১ সালে সামান্য উন্নতি ঘটিয়ে হয় ৯৯.০৯%। কিন্তু ২০২২ ও ২০২৩ সালে এনরোলমেন্ট হার আবার হ্রাস পায়, যথাক্রমে ৯৬.৮৫% এবং ৯৩.০৯%। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্মসূচির বিভিন্ন উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে নেট শিক্ষার্থী ভর্তির হারে একটি নিম্নমুখী প্রবণতা বিদ্যমান, যা কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যকারিতা ও টেকসই প্রভাব নিয়ে পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

৩.৪.৮ ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের এনরোলমেন্ট হার (৮টি বিভাগের ১৬টি জেলায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের ভিত্তিতে)

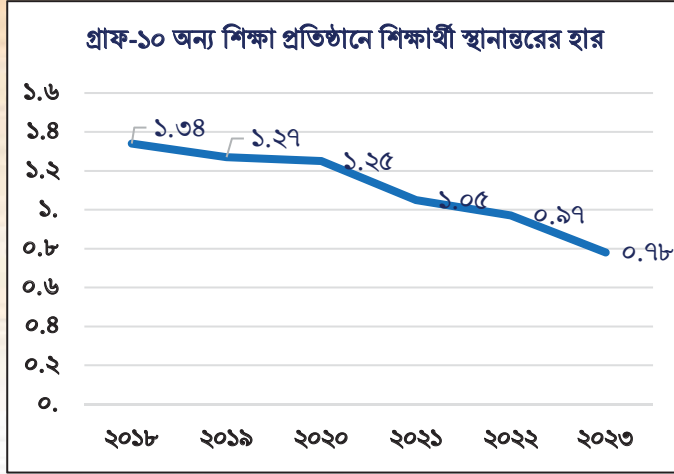


তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

এগিয়ে ছিল এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উভয়ের ভর্তি হারই প্রায় শতভাগের কাছাকাছি পৌঁছেছে, যা প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশাধিকারের উন্নতির ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে।

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (গ্রাফ-৯) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মেয়েদের ও ছেলেদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হার (এনরোলমেন্ট রেট) তুলনামূলকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে, যেখানে মেয়েদের ভর্তি হার অধিকাংশ সময়েই ছেলেদের তুলনায় সামান্য বেশি ছিল। ২০১৮ সালে মেয়েদের ভর্তি হার ছিল ৯৬.১২% এবং ছেলেদের ৯৯.৮৩%, পরবর্তী ২০১৯ ও ২০২০ সালে উভয়ের হার কিছুটা হ্রাস পেলেও মেয়েদের হার প্রতিবারই এগিয়ে ছিল। তবে ২০২১ সালে ব্যতিক্রম হিসেবে ছেলেদের ভর্তি হার ৯৮.৩২% হয়ে মেয়েদের ৯৮.১৩% ছাড়িয়ে যায়। ২০২২ ও ২০২৩ সালে মেয়েদের ভর্তি হার আবার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৯৮.৩৭% ও ৯৯.০৯%-এ পৌঁছায়, যা ছেলেদের হার (৯৫.০৯% ও ৯৯.৮৩%) অপেক্ষা বেশি। সার্বিকভাবে, ৬ বছরের প্রবণতা বিশ্লেষণে দেখা যায় মেয়েদের ভর্তি হার সাধারণত বেশি থাকলেও ২০২১ সালে একবার ছেলেরা

৩.৪.৯ অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী স্থানান্তরের হার



তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

৩.৪.১০ বিভাগভিত্তিক ২০২৩ সালের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

সারণি ৩.৬ বিভাগের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে প্রতিষ্ঠান সংখ্যা

বিভাগ	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	অন্যান্য প্রকার বিদ্যালয় সংখ্যা	মোট বিদ্যালয় সংখ্যা	মোট বিদ্যালয়ের শতকরা হার (%)
বরিশাল	৬,২৫১	২,৪০৯	৮,৬৬০	৭.৬
চট্টগ্রাম	১১,৫৮৬	৮,১১৫	১৯,৭০১	১৭.২
ঢাকা	১০,৯২১	১২,৩৩২	২৩,২৫৩	২০.৩
খুলনা	৮,১৭৫	৪,৩৬৮	১২,৫৪৩	১০.৯
ময়মনসিংহ	৫,৩৬৪	৫,১০৭	১০,৪৭১	৯.১
রাজশাহী	৮,৬৬৬	৬,১৫২	১৪,৮১৮	১২.৯
রংপুর	৯,৫৪৬	৭,৪০২	১৬,৯৪৮	১৪.৮
সিলেট	৫,০৫৮	৩,১৭৮	৮,২৩৬	৭.২
মোট	৬৫,৫৬৭	৪৯,০৬৩	১১৪,৬৩০	১০০.০

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (সারণি ৩.৬) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানকারী মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৪,৬৩০টি, যার মধ্যে ৬৫,৫৬৭টি সরকারি এবং ৪৯,০৬৩টি অন্যান্য প্রকারের প্রতিষ্ঠান। বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সর্বাধিক বিদ্যালয় রয়েছে ঢাকা বিভাগে (২৩,২৫৩টি), যা মোট সংখ্যার ২০.৩%, এরপর রয়েছে চট্টগ্রাম (১৯,৭০১টি, ১৭.২%) ও রংপুর (১৬,৯৪৮টি, ১৪.৮%) বিভাগ। রাজশাহী বিভাগে ১৪,৮১৮টি (১২.৯%), খুলনায় ১২,৫৪৩টি (১০.৯%) এবং ময়মনসিংহে ১০,৪৭১টি (৯.১%) বিদ্যালয় রয়েছে। তুলনামূলকভাবে কম বিদ্যালয় রয়েছে বরিশালে ৮,৬৬০টি (৭.৬%) এবং সিলেটে ৮,২৩৬টি (৭.২%)। এ পরিসংখ্যান বিভাগভিত্তিক শিক্ষা অবকাঠামোর বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য তুলে ধরে, যা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.৪.১১ বিভাগভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (STR)

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর (সারণি ৩.৭) বিভাগভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (STR) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশজুড়ে মোট ১০,৯৮৫,৮১৫ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক সংখ্যা ৩,৮৪,৫১৩ জন, ফলে গড় STR দাঁড়িয়েছে ২৮.৬ যা প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ৩৭.০। বিভাগভিত্তিকও অনুরূপ চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষক সংখ্যা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের পরিধি বাড়ানো প্রয়োজন।

সারণি ৩.৭ ২০২৩ সালের বিভাগভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত

বিভাগ	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মোট শিক্ষার্থী (PPE-গ্রেড V)	মোট শিক্ষক সংখ্যা	STR	প্রশিক্ষিত শিক্ষক সংখ্যা (C-in-Ed & DPED)	শিক্ষার্থী-প্রশিক্ষিত শিক্ষক অনুপাত (STR)
বরিশাল	৭৭৯,৪৩৩	৩৫,০৭৭	২২.২	২৬,৬২৯	২৯.৩
চট্টগ্রাম	২,১৬৫,৫১৩	৭১,২৬৩	৩০.৪	৫৫,৪৬৫	৩৯.০
ঢাকা	২,০৮১,১৭৬	৬৬,৯৩৬	৩১.১	৫১,৪৫৯	৪০.৪
খুলনা	১,২৬৫,৮৫০	৪৭,২৭৮	২৬.৮	৩৯,৬৫৭	৩১.৯
ময়মনসিংহ	৮৮৩,৬৭৪	৩০,৮৫২	২৮.৬	২০,২৩১	৪৩.৭
রাজশাহী	১,৪৫৬,১৩৯	৫১,৪৭৯	২৮.৩	৪১,৮৫২	৩৪.৮
রংপুর	১,৪৫৩,৫৫৮	৫৩,৯৩২	২৭.০	৪১,২৪৬	৩৫.২
সিলেট	৯০০,৪৭২	২৭,৬৯৬	৩২.৫	২০,৫৩৮	৪৩.৮
মোট	১০,৯৮৫,৮১৫	৩৮৪,৫১৩	২৮.৬	২৯৭,০৭৭	৩৭.০

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

৩.৪.১২ ছাত্র-ছাত্রীদের ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের গড় অনুপস্থিতি (Absenteeism)

সারণি ৩.৮ ২০১৮ হতে ২০২৩ সালের ছাত্র-ছাত্রীদের গড় অনুপস্থিতির হার

বছর	অনুপস্থিতির হার (%) - ছেলে	অনুপস্থিতির হার (%) - মেয়ে	উভয় (%)
২০১৮	১১.২৩	৮.৪৪	৯.৮৪
২০১৯	৯.০০	৮.৭৭	৮.৮৯
২০২০	১২.০০	১০.৯০	১১.৪০
২০২১	ডেটা পাওয়া যায়নি (করোনা মহামারীর কারণে)	০.০০	০.০০
২০২২	১২.৩৪	১১.৬৩	১১.৯৯
২০২৩	১২.২১	১১.৪৬	১১.৮৪

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (সারণি ৩.৮) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের গড় অনুপস্থিতির হারে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১৮ সালে ছেলেদের অনুপস্থিতির হার ছিল ১১.২৩% এবং মেয়েদের ৮.৪৪%, যা গড়ে ৯.৮৪%। ২০১৯ সালে উভয়ের ক্ষেত্রেই অনুপস্থিতির হার হ্রাস পায় এবং গড় হার ৮.৮৯%। ২০২০ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৪০% হয়; যেখানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের অনুপস্থিতির হার কম ছিল। ২০২১ সালে করোনা মহামারীর কারণে কোন ডেটা পাওয়া যায়নি। ২০২২ ও ২০২৩ সালে গড় অনুপস্থিতির হার যথাক্রমে ১১.৯৯% এবং ১১.৮৪%, যা পূর্ববর্তী ২০১৯ সালের হার অপেক্ষা বেশি।

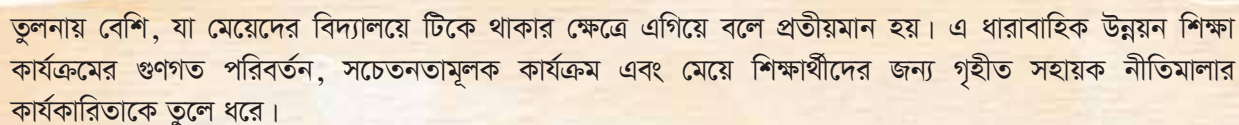
৩.৪.১৩ লিঙ্গভিত্তিক Survival Rate

সারণি ৩.১০ বছরভিত্তিক লিঙ্গভিত্তিক Survival Rate

বছর	ছেলে (%)	মেয়ে (%)	উভয় (%)
২০১৮	৮০.৯৩	৮৫.৪০	৮৭.৭৩
২০১৯	৮৪.১০	৮৬.১০	৮৫.৯০
২০২০	৮৩.৩০	৮৩.৫২	৮৪.৭০
২০২১	৮৫.২৫	৮৭.১১	৮৬.২০
২০২২	৮৫.৯০	৮৭.৮০	৮৬.২৫
২০২৩	৮৫.৯১	৮৭.৮৩	৮৬.৯৩

তথ্যসূত্র: প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (সারণি ৩.১০) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের Survival Rate ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শিক্ষা ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়নের প্রতিফলন। ২০১৮ সালে গড় Survival Rate ছিল ৮৭.৭৩% (ছেলে ৮০.৯৩%, মেয়ে ৮৫.৪০%), যেখানে মেয়েদের হার ছেলেদের চেয়ে বেশি ছিল। এ প্রবণতা পরবর্তী বছরগুলোতেও বজায় থেকেছে। ২০২৩ সালে গড় হার বেড়ে হয়েছে ৮৬.৯৩% (ছেলে ৮৫.৯১%, মেয়ে ৮৭.৮৩%)। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রতিটি বছরেই মেয়েদের হার ছেলেদের



৩.৪.১৪ শ্রেণি অনুযায়ী সাইকেল ড্রপআউট রেট (Cycle Dropout Rate)

সারণি ৩.১১: শ্রেণি অনুযায়ী সাইকেল ড্রপআউট রেট

বছর	শ্রেণি ১ (%)	শ্রেণি ২ (%)	শ্রেণি ৩ (%)	শ্রেণি ৪ (%)	শ্রেণি ৫ (%)	মোট (%)
২০১৮	১.৫০	০.৭৫	৩.০০	৮.২৩	৩.১১	১৬.৫৯
২০১৯	১.৪৩	২.০০	২.৫৭	৫.৯০	৪.১৫	১৬.০৫
২০২০	১.০০	১.৫০	৪.৯০	৭.৬০	২.২০	১৭.২০
২০২১	২.৫৯	২.৭০	২.৮৯	৩.৯২	২.৫৯	১৪.১৫
২০২২	০.৬০	০.২০	৫.৭০	৭.৬০	০.২০	১৩.৫৯
২০২৩	২.৫০	২.৬০	৩.৯০	৪.৫০	০.১০	১৩.১৫

প্রাথমিক শিক্ষা বার্ষিক প্রতিবেদন (APSC), ২০২৩ এর তথ্য (সারণি ৩.১১) বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক সাইকেল ড্রপআউট রেটের হার বছরভেদে পরিবর্তিত হয়েছে। ২০১৮ সালে মোট ড্রপআউট রেট ছিল ১৬.৫৯%, যা ২০১৯ সালে সামান্য কমে ১৬.০৫%-এ নেমে আসে। ২০২০ সালে হার বেড়ে দাঁড়ায় ১৭.২০%, যেখানে শ্রেণি ৩ ও শ্রেণি ৪-এ তুলনামূলকভাবে বেশি ড্রপআউট লক্ষ্য করা যায়। ২০২১ সালে হার কমে হয় ১৪.১৫% এবং ২০২২ সালে আরও কমে ১৩.৫৯%-এ নেমে আসে। ২০২৩ সালে মোট হার ১৩.১৫% হলেও শ্রেণি ১ ও শ্রেণি ২-এ ড্রপআউটের হার কিছুটা বৃদ্ধি পায়। সার্বিকভাবে, সময়ের সাথে মোট ড্রপআউট রেটে হ্রাসের প্রবণতা থাকলেও কিছু শ্রেণিতে ওঠানামা পরিলক্ষিত হয়।

৩.৫ কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যাদি/মতামত বিশ্লেষণ (কেআইআই)

পিইডিপি৪-এর আওতায় শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষার্থী এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মানোন্নয়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর ভূমিকাসহ কার্যকর উদ্যোগগুলোর প্রভাব নিরূপণের উদ্দেশ্যে মার্চপর্যায়ে বিভিন্ন উপজেলায় কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII) পদ্ধতি অনুসরণে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ইন্টারভিউতে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং অভিভাবক প্রতিনিধি-এ পাঁচটি প্রধান স্টেকহোল্ডার গ্রুপের দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা ও মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.৫.১ শিক্ষা প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা

উপজেলা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণের মতে পিইডিপি৪ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো ও পরিবেশ উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তারা বলেন যে-

- প্রতিটি বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার শিশুদের তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে বিদ্যালয়বিমুখ শিশুদের খুঁজে বের করে ভর্তি করানো সম্ভব হয়েছে;
- শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এনরোলমেন্ট ড্রাইভ পরিচালিত হয়েছে;
- বিদ্যালয়ভিত্তিক এনরোলমেন্ট টার্গেট নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে প্রণোদনা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করায় মাঠপর্যায়ের কর্মীরা আগ্রহী হয়ে কাজ করেছেন;
- মোবাইল অ্যাপ ও ড্যাশবোর্ড ব্যবহার করে ভর্তি, উপস্থিতি ও উপবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা সহজ হয়েছে।

মতামত হতে প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জসমূহ হল: বিদ্যালয়ের দূরবর্তী অবস্থান, দরিদ্র পরিবারের শিশুদের আয় রোজগারে যুক্ত হয়ে পড়া, অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এবং কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট ইত্যাদি। তাঁদের মতে এসব সমস্যা দূর করে শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৩.৫.২ বিদ্যালয় প্রধানদের অভিজ্ঞতা ও মতামত

প্রধান শিক্ষকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে জানান, পিইডিপি৪-এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন শ্রেণিকক্ষ ও ওয়াশ ব্লক নির্মাণসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও উপস্থিতি বাড়াতে মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। তাঁরা উল্লেখ করেন যে:

- ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা পাঠে আরও আগ্রহী হয়েছে;
- বিদ্যালয়ে পরিবেশ উন্নত হওয়ায় অভিভাবকরাও সন্তুষ্ট এবং আগ্রহী হয়ে উঠেছেন;
- উপবৃত্তির সরাসরি বিকাশে প্রেরণ এবং মিড-ডে মিলে শিক্ষার্থী ধরে রাখার পরিকল্পনা কার্যকর হবে বলে তারা অভিমত দেন।

কয়েকজন প্রধান শিক্ষক জানান, শিক্ষক কম থাকায় অনেক সময় একাধিক ক্লাশ পরিচালনা করতে হয়, ফলে পাঠদানের মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া কিছু বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ না থাকায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসের সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

৩.৫.৩ বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিনিধিদের মতামত

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ বলেন যে, পিইডিপি৪ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; যেমন:

- স্থানীয়ভাবে ভর্তি অভিযান পরিচালনায় তাদের সম্পৃক্ততা থাকায় জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছে;
- অবকাঠামো ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নির্মাণের মাধ্যমে মেয়েশিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে;
- বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পেরে তারা সমাজে সম্মানিত হয়েছেন;
- সমাজে সম্মানিত হওয়ায় নিজেদের মধ্যে অধি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে।

তারা কিছু সীমাবদ্ধতার বিষয় উল্লেখ করেন। কর্মসূচি পরিকল্পনা/প্রণয়নকালে স্থানীয় অংশীজনদের মতামত গ্রহণ/যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কয়েকটি বিদ্যালয় নির্মাণকালে নির্মাণ সংস্থা কর্তৃক ঠিকাদারের কাজ যথাযথভাবে তদারকী না করায় কাজের গুণগতমান সঠিক হয়নি।

৩.৫.৪ অভিভাবক প্রতিনিধিদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া

অভিভাবক প্রতিনিধিগণ সাক্ষাৎকারে জানান যে, পিইডিপি৪ বাস্তবায়নের ফলে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানো সহজ ও আকর্ষণীয় হয়েছে। তারা বলেন-

- উপবৃত্তি ও স্কুলড্রেস পেয়ে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাও শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়েছে;
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাস দেখে শিশুদের শেখার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে;
- বিদ্যালয়ে সুপেয় পানির ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট থাকায় তারা শিশুদের পাঠানোর বিষয়ে আগ্রহী।

তবে অনেক অভিভাবক শিক্ষকদের উপস্থিতি ও মনোযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁরা মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারগুলোতে শিশুরা অনেক সময় পারিবারিক কাজে জড়িয়ে পড়ে, যা নিয়মিত উপস্থিতির অন্তরায় হয় বলে তারা উল্লেখ করেন। কয়েকজন অভিভাবক উল্লেখ করেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে তাদের এলাকায় বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু আধুনিক মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটেছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে করোনালীন ও করোনা পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম বিদ্যমান থাকায় তাদের সন্তানদের উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি করা হয়েছে। তারা আরও উল্লেখ করেন যে, এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিয়মিত অভিভাবকের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত রাখেন।

KII থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পিইডিপি৪ এর বিভিন্ন উপাদান যেমন অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, প্রশাসনিক নজরদারি, ক্যাচমেন্ট এলাকা ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত এবং উপবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম

কেস স্টাডি ৪: মোঃ নুরনবী (৪র্থ শ্রেণি)

নুরনবী একজন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশু। সে অতীতে বিদ্যালয়ে যেতে লজ্জাবোধ করত। অনুপযুক্ত পরিবেশে নিজেকে অসহায় ভাবত। কিন্তু পিইডিপি৪-এর আওতায় বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প, বিশেষায়িত টয়লেট ও সহানুভূতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় সে এখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যায়। শিক্ষকরা তাকে শ্রেণিতে সহায়তা করেন এবং সহপাঠীরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। স্থানীয় কর্মশালায় তার বাবার অংশগ্রহণ এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্রিয় ভূমিকায় নুরনবীর প্রতি পরিবারের মনোভাবও বদলেছে। এ কেসটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার অগ্রগতির একটি সফল উদাহরণ।

উপস্থাপিত কেস স্টাডিগুলোর মধ্য দিয়ে বুঝা যায় পিইডিপি৪ অবকাঠামো নির্মাণ, প্রযুক্তির প্রসার ও শিক্ষা/পাঠদানে ব্যবহার, বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা, অভিভাবক বিশেষত মা সমাবেশ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। এর ফলে প্রত্যন্ত ও শহরতলির শিশু, মেয়ে শিক্ষার্থী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী-সবার জন্য উপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যা এনরোলমেন্ট ও নিয়মিত উপস্থিতি ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

চতুর্থ অধ্যায় : সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৪.৫ সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা যায় যে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এনরোলমেন্ট হারের পরিবর্তনের পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা সত্ত্বেও কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি ও ভর্তি হ্রাস পায়। একই সময়ে বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় এনরোলমেন্ট কার্যক্রম সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রভাবিত করেছে। এছাড়া, সরকারি জরিপে শিক্ষার্থীর সঠিক সংখ্যা প্রতিফলিত না হওয়া, জন্মহারের পতন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনগুলোও এনরোলমেন্টে প্রভাব ফেলেছে। অনেক অভিভাবক বেসরকারি বা আধুনিক মাদ্রাসা শিক্ষাকে সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করায় সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগতমান ও অবকাঠামোর উন্নয়ন অনেক অভিভাবকের চাহিদা পূরণ করতে না পারায় সরকারি বিদ্যালয়ে এনরোলমেন্টে প্রভাব বিস্তার করেছে।

৪.৬ এনরোলমেন্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন সূচকের পর্যবেক্ষণ

- ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। সমীক্ষাভুক্ত ১৬টি জেলার মধ্যে ভর্তির হার ২০১৮ হতে ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে কক্সবাজার জেলায় যা ৭.৪%। অপরদিকে উক্ত সময়ে এ হার সবচেয়ে বেশী হ্রাস পেয়েছে সুনামগঞ্জ জেলায় যা ৮.৩%।
- গ্রস ইনটেক রেট (GIR) ২০১৮ সালে ছিল ১১২.৩২% (ছেলে ১০৯.০৭%, মেয়ে ১১৫.৫৭%), যা ২০২৩ সালে কমে ১০৪.৩১% (ছেলে ১০২.২৩%, মেয়ে ১০৬.৪৪%) হয়েছে।
- নেট ইনটেক রেট (NIR) ২০১৮ সালে ছিল ৯৬.৪৮ (ছেলে ৯৫.৯৯%, মেয়ে ৯৭.০০%) যা ২০২৩ সালে ৯৬.৯৯% (ছেলে ৯৬.৫৩%, মেয়ে ৯৭.৪৬%) এ উন্নীত হয়েছে।
- বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১৮ সালে ১,৩৪,১৪৭টি থেকে কমে ২০২২ সালে ১,১৪,৫৩৯টিতে দাড়াই। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ২০২৩ সালে যা পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ১,১৪,৬৩০টিতে উন্নীত হয়।
- শিক্ষক সংখ্যা ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালে ৩,৪৯,২১৭ থেকে ৩,৮৪,৫১৩ জনে উন্নীত হয়েছে, যার মধ্যে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ২২৪,১১৭ থেকে ২৫১,৭৮২ জনে উন্নীত হয়েছে।
- অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরের হার ২০১৮ সালে ১.৩৪% থেকে কমে ২০২৩ সালে ০.৭৮% এ নেমেছে।
- ২০২৩ সালের এপিএসসিতে দেশের মোট বিদ্যালয় সংখ্যা ১১৪,৬৩০ টি, যার মধ্যে সরকারি ৬৫,৫৬৭ টি ও অন্যান্য ৪৯,০৬৩ টি।
- সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত (STR) গড় ২৮.৬; তন্মধ্যে বিভাগ অনুযায়ী সর্বোচ্চ সিলেটে (৩২.৫) এবং সর্বনিম্ন বরিশালে (২২.২)। প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের STR ঢাকায় ৪০.৪ ও সিলেটে ৪৩.৮, যা প্রশিক্ষিত শিক্ষক সংকট নির্দেশ করে। এসব তথ্য শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গড় অনুপস্থিতির হার প্রায় স্থির থেকে সামান্য কমে ৯.৮৪% থেকে ১১.৮৪% হয়েছে, যেখানে ছেলেদের অনুপস্থিতির হার মেয়েদের চেয়ে কিছুটা বেশি রয়েছে।



৫.১.৯ স্কুল অবকাঠামো উন্নয়ন: শিক্ষার্থীদের ভর্তির আগ্রহ বৃদ্ধির নিমিত্ত বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে ক্লাসরুম, ওয়াশরুম, পানি সরবরাহ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১.১০ সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্যোগ: সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাকে সামাজিক মর্যাদার অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মিডিয়া, স্থানীয় কমিউনিটি ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে ইতিবাচক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৫.১.১১ শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ: বিদ্যালয়ে নিরাপদ ও সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং বিদ্যালয়ে অবস্থানকালীন সময়ে সর্বজনীন পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

৫.২ উপসংহার

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এনরোলমেন্ট হারে পরিবর্তন মূলত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নানা কারণের সমন্বয়ে সংঘটিত হয়েছে। সরকার বিভিন্ন সময়কালে শিক্ষার মান উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তবে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে দীর্ঘ সময় স্কুল বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসরকারি বিদ্যালয়, আধুনিক মাদ্রাসা, এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়, কিডারগার্টেনসহ বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার সরকারি বিদ্যালয়ের এনরোলমেন্ট হারে প্রভাব ফেলেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও নাগরিকদের আর্থিক সক্ষমতার পরিবর্তন এনরোলমেন্টের গতিশীলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পিইডিপি৪ এর আওতায় দক্ষ ও পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও শিক্ষাকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং অভিভাবক ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বিত উদ্যোগ ব্যতীত সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষার টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সর্বজনীন অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ দেশের শিশুদের মৌলিক শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষার মান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

গ্রন্থপুঞ্জি (Bibliography)

-

- 

-

- 80





পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০২৫